সাধারণ নির্বাচনের পর নেদারল্যান্ডসের মুসলিমদের মনে উদ্বেগ

সারে-জমিন

শান্তিনিকেতনের গ্রামে ৭ বছর বন্ধ শিশুশিক্ষা কেন্দ্র

রূপসী বাংলা

নজরুলের গান নিয়ে সাম্প্রতিক বিতর্ক: কিছু প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন

সম্পাদকীয়

ল্যাপটপের ব্যাটারি দ্রুত নষ্ট হওয়ার কারণ

টেক স্যাভি

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শনিবার
২৫ নভেম্বর, ২০২৩
৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩০
১০ জমাদিয়াল আউয়াল, ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

*Invitation price: RS. 3.00

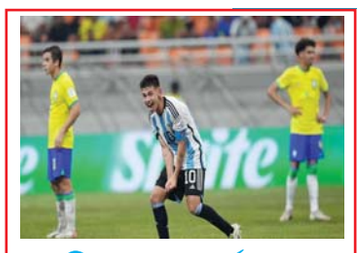

ফিফা অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপ থেকে বিদায় আর্জেন্টিনা

খেলতে খেলতে

Vol.: 18 ■ Issue: 317 ■ Daily APONZONE ■ 25 November 2023 ■ Saturday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

আজ রাজস্থানে বিধানসভার ভোট, পাইলট গেহলটের ভাগ্য নির্ধারণ

আপনজন ডেস্ক: আজ শনিবার রাজস্থানের ১৯৯টি বিধানসভা আসনে ভোট হবে, যেখানে ৫.২৬ কোটিরও বেশি ভোটার ১,৮৭৫ জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ করবেন। ভোটগ্রহণের জন্য ১০ হাজার ৪১৫টি শহুরে সহ মোট ৫১ হাজার ৫০৭টি ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। ভোট গণনা ৩ ডিসেম্বর। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক প্রবীণ গুপ্তা জানিয়েছেন, ২০০ টি আসনে ভোট হওয়ার কথা থাকলেও কংগ্রেস প্রার্থী গুরমিত কুন্নারের মৃত্যুর পর করণপুরের একটি আসনে নির্বাচন স্থগিত করা হয়েছে। সকাল ৭টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ চলবে।
৫ কোটি ২৬ লাখ ভোটারের মধ্যে ২১ লাখ ৯০ হাজার নতুন তরুণ ভোটার (১৮-১৯ বছর) এবং ১৮ হাজার ৪৬২ জন ভোটার ১০০ বছরের বেশি বয়সী। কংগ্রেস বিজেপি ছাড়াও বিএসপির ১৮৮ জন, আম আদমি পার্টির ৮৭ জন, আরএলপির ৭৭ জন, ভারতীয় ট্রাইবাল পার্টির (বিটিপি) ৫ জন এবং সিপিআই-এমের ১৭ জন প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। ১৮৭৫ জন প্রার্থীর মধ্যে কংগ্রেস ২০০ জন (আরএলডির একটি জোটসহ), বিজেপি ২০০ জন, নির্দল ৭৩৭ জন, আরএলডি ৭৮ জন এবং সিপিআই-এম তিনজন প্রার্থী ।

রাজ্যের বারে বারে ‘বেইজ্জতি’ নিয়ে বিস্ফোরক কুনাল

২১ জুলাই তৃণমূলের সভা বন্ধের হুঁশিয়ারি কলকাতা হাইকোর্টের

আপনজন ডেস্ক: স্কুল সার্ভিস কমিশন থেকে ধর্মতলায় বিরোধী দলের মিটিং, একের পর এক মামলায় কলকাতা হাইকোর্টে রাজ্য সরকারের পরাজয় নিয়ে এবার মুখ খুললেন খোদ তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুনাল ঘোষ। দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরামর্শদাতাদের ভুল পরামর্শের জন্য রাজ্য সরকার বারে বারে হাইকোর্টে হারছে বলেও মন্তব্য করেন কুনাল ঘোষ। তার ফলে দলের মুখপাত্র হিসেবে যে চরম অস্বস্তিতে পড়ছেন সেকথা জানান কুনাল ঘোষ। কুনালের বক্তব্য, উপরমহল থেকে যেসব পরামর্শ রাজ্যকে দেওয়া হচ্ছে তাতে নতুন নতুন ইস্যু তৈরি হচ্ছে। সেই ইস্যুর মোকাবিলায় কিছু করার থাকছে না কুনাল ঘোষের। শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্ট ২১ জুলাই তৃণমূলের সভা করা নিয়ে সাবধান বাণী দেওয়ায় আরও বেকায়দায় পড়ার আশঙ্কা করছেন কুনাল। রাজ্য সরকারের আরও বেইজ্জতি হওয়ার আশঙ্কা তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে।
ঘোষ জোর দিয়েছিলেন যে দলের মধ্যে কিছু নেতার “অত্যাধিক আত্মবিশ্বাস” জনসাধারণের ভাবমূর্তিতে বিরূপ প্রভাব ফেলছে। উল্লেখ্য, ধর্মতলায় ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে বিজেপি ২৯ নভেম্বর সভা করার জন্য অনুমতি চেয়েছিল কলকাতা পুলিশের কাছে। সেই সভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর হাজির থাকার কথা। কিন্তু কলকাতা পুলিশ সভা করার অনুমতি না দেওয়ায় বিজেপি আদালতের শরণাপন্ন হলে কলকাতা হাইকোর্টের একক বেঞ্চ সভা করার অনুমতি দেয়। তার বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার ডিভিশন বেঞ্চে গেলে শুক্রবার হাইকোর্টে ফের হেরে যায় রাজ্য সরকার। শুধু তাই নয়, ২৯ নভেম্বর বিজেপির সভার অনুমতি দিয়ে ক্ষান্ত হয়নি, প্রধান বিচারপতি প্রয়োজন হলে ২১ জুলাই তৃণমূলের সভাও বন্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন। এদিন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হীরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চে শুনানিতে নির্দেশ দেওয়া হয় ধর্মতলাতেই সভা করতে পারবে বিজেপি। কিন্তু শুনানির সময় রাজ্য সরকারের তরফে আইনজীবী কিশোর দত্ত আর্জি জানান, ভিক্টোরিয়া হাউজের সামনের পরিবর্তে বিজেপিকে রানি রাসমণি রোডে সভা করার অনুমতি দেওয়া হোক। কারণ, যানজট সৃষ্টি হতে পারে ভিক্টোরিয়া হাউজের সামনে সভা করলে। তখনই কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম বলেন, যানজট এ রাজ্যে নতুন কিছু নয়। কেউই রাজ্যের মানুষের অসুবিধা নিয়ে ভাবেন না। তা তারা সরকারি কর্মচারী হোন, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কিংবা রাজনৈতিক দল। সবাই রাস্তা আটকে মিছিল মিটিং করেন। পুলিশ তাতে অনুমতিও দিয়ে দেয়। কিশোর দত্তের আর্জির জবাবে প্রধান বিচারপতি বলেন, আমরা একটা কাজ করছি, ২১ জুলাইয়ের সভাও বন্ধ করে দিচ্ছি। কোনও সভা নয়, কোনও কর্মসূচি নয়, কোনও প্রতিবাদ নয়। যদি অন্য দল ওখানে সভা না করতে পারে, তা হলে ২১ জুলাইয়ের সভাও বন্ধ করে দেওয়া হবে। সকলকে সমানভাবে দেখাই একমাত্র সমাধান।
প্রধান বিচারপতি আরও বলেন, ‘গতকাল বালিগঞ্জ এলাকায় রাত ৩টে পর্যন্ত ড্রাম বাজিয়ে লরিতে লোকজন শোভাযাত্রা করেছে। ৪-৫ দিন আগে দেখলাম ট্রাকের মাথায় একটি শিশুকে নিয়ে লোক যাচ্ছে। ধরে বসার কিছু নেই। পণ্যবাহী গাড়িতে করে মানুষ যাচ্ছে। পুলিশ তবু কিছু বলছে না।
কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের এসব মন্তব্য ঘিরেই তৃণমূল মুখপাত্র কুনাল ঘোষ শুক্রবার তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। কুনাল বলেন, বিজেপিকে সমাবেশ করতে বাধা দেওয়ার “অনুরূপ ভুলগুলি” অজান্তেই গেরুয়া শিবিরের জন্য প্রচার তৈরি করছে। কুণালের অভিযোগ, যারা রাজ্যকে পরামর্শ দেন, তাদের জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারকেই রোজ বেইজ্জত হতে হচ্ছে। তাই তৃণমূলের মুখপাত্র হিসেবে দায়িত্ব পালন করা তার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ছে। কুনালের আশঙ্কা, এভাবে চলতে থাকলে ভবিষ্যতে রাজ্য সরকারকে আরও বেইজ্জতি হতে পারে।
কুনালের বক্তব্য, বিজেপির সভার ব্যাপারে আপত্তি না জানালেই হত। কারণ, সাধারণ নাগরিক হিসেবে তার মত এক দল সভা করার অনুমতি পেলে অন্য দলকেও সভা করার অনুমতি দেওয়া দরকার। বরং, বিজেপিকে এক্ষেত্রে সভা করার অনুমতি না দিয়ে তাদেরকে ফায়দা করে দিচ্ছে বলে তার ধারণা। কুনাল এ ব্যাপারে কংগ্রেস নেতা কৌস্তুভ বাগচির গ্রেফতারের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। কুনাল বলেন, কৌস্তুভকে কলকাতা পুলিশ গ্রেফতার করে তাকে নেতা বানিয়ে দিয়েছে, যার কোনও প্রয়োজন ছিল না।
তবে, যেভাবে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ধর্মতলা চত্বরে ২১ জুলাইয়ের সভা সহ সব ধরনের সভা মিছিল বন্ধের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, তাতে রাজ্য সরকার এভাবে চলতে থাকলে যে ২১ জুলাইয়ের মিছিলে কোপ পড়বে সেকথা দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাইলেন কুনাল তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

তৃণমূলের মন্ত্রী, বিধায়ক দলীয় খাতায় সই করে বিধানসভায় প্রবেশে বিতর্ক

আপনজন ডেস্ক: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল কংগ্রেসের মন্ত্রী বিধায়কদের নির্দেশ দিয়েছিলেন শুক্রবার থেকে শুরু হওয়া বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনে তৃণমূল কংগ্রেসের মন্ত্রী থেকে শুরু করে বিধায়কদের বিধানসভা প্রবেশের আগে দলীয় খাতায় নিজেদের হাজিরা দিতে হবে। শুক্রবার বাধ্য ছেলের মতো তৃণমূল সুপ্রিমোর নির্দেশ পালন করলেন তৃণমূল মন্ত্রী ও বিধায়করা। তবে, এই নির্দেশ পালন নিয়ে তৃণমূলের কয়েকজন মন্ত্রী ও বিধায়কের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। বিধানসভায় তৃণমূলের পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের ঘরে রাখা মন্ত্রীদের হাজিরা খাতায় সই করে ফিরহাদ হাকিম নিজের মনের কথা অকপটে জানিয়ে দেন। ফিরহাদ বলেন, আমরা কি স্কুলে পড়ি। আমরা স্কুলের বাচ্চা নই। নিজেদের একটা দায়িত্ব তো রয়েছে। তাই নিয়মিত বিধানসভায় আসব। তবে দলের নির্দেশ মানতে সই করেছি। মন্ত্রী মলয় ঘটক, ব্রাত্য বসু, বেচারাম মান্না, সুজিত বসু, শশী পাঁজা, বীরবাহা হাঁসদা প্রমুখ সই করেন। কাউকে হাসিমুখে সই করতে দেখা যায়নি বলে সূত্রের খবর। তেমনি তারা অসন্তোষও প্রকাশ করেননি। অন্যদিকে বিধায়কদের হাজিরা খাতা ছিল পরিষদীয় সচিব নির্মল ঘোষের ঘরে। তৃণমূল বিধায়করা সেই হাজিরা খাতায় সই করে বিধানসভায় প্রবেশ করেন। সার্বিক ভাবে তৃণমূল মন্ত্রী ও বিধায়কদের বিধানসভায় ‘স্কুলিং’ সফল হয়েছে।

ফের নির্মমতা গুজরাতে!

বেতন চাওয়ায় জুতো মুখে করতে বাধ্য করা হল দলিত যুবককে

আপনজন ডেস্ক: বকেয়া বেতন চাওয়ার সময় এক দলিত ব্যক্তিকে তার জুতো মুখে ধরে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করার অভিযোগে মোরবি শহরে এক ব্যবসায়ী ও তার কর্মচারীদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।
অভিযুক্ত ব্যবসায়ীর নাম বিভূতি প্যাটেল ওরফে রানীবা, যিনি রানীবা ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড নামে একটি বেসরকারি সংস্থা চালান। নীলেশ ডালসানিয়া অক্টোবরে ১৬ দিন প্যাটেলের সংস্থার রফতানি বিভাগে কাজ করেছিলেন।
গত ২ অক্টোবর ডালসানিয়া যখন সংস্থায় যোগ দেন, তখন তাঁকে মাসে ১২,০০০ টাকা বেতন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। তবে ১৮ অক্টোবর তাকে জানানো হয় যে তার সেবার আর প্রয়োজন নেই।
বুধবার সন্ধ্যায় ডালসানিয়া তার বড় ভাই মেহুল এবং তাদের প্রতিবেশী ভবেশ মাকওয়ানাকে নিয়ে রাভাপার রোডের রানীবা ইন্ডাস্ট্রিজের অফিসে যান।
সেখানে পৌঁছানোর পর ওম প্যাটেল নামে এক ব্যক্তি, যিনি নিজেকে বিভূতি প্যাটেলের ভাই বলে পরিচয় দেন, দলসানিয়াকে মারধর করেন। পরে বিভূতি প্যাটেল, পরিক্ষিত প্যাটেল (রানিবা ইন্ডাস্ট্রিজের ম্যানেজার) এবং আরও চারজন এই আক্রমণে যোগ দেন। এফআইআর অনুসারে, দলটি দলসানিয়াকে একটি লিফটে টেনে নিয়ে যায়, বাণিজ্যিক ভবনের ছাদে নিয়ে যায় এবং বেল্ট দিয়ে তাকে মারধর করে এবং লাথি ও ঘুষি মারে।
দলসানিয়া তাঁর অভিযোগে বলেন, “বিভূতি প্যাটেল আমাকে জোর করে তার চপলটি মুখে নিতে বাধ্য

করেছিলেন এবং আমাকে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করেছিলেন। “আমি রাভাপার রোডে এলে বা অভিযোগ দায়ের করার সাহস দেখালে তিনি আমাকে মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছিলেন।
এই ঘটনার পর দলসানিয়াকে মোরবির রাষ্ট্রপরিচালিত গুজরাট মেডিকেল এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ সোসাইটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
বিভূতি প্যাটেল এবং তাঁর কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৩ (স্বেচ্ছায় আঘাত করা), ৫০৪ (শান্তি ভঙ্গের উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃত অপমান), ৫০৬ (২) (অপরাধমূলক হুমকি), ১৪৩ (বেআইনি সমাবেশ), ১৪৭ (দাঙ্গা) এবং ১৪৯ (একটি সাধারণ উদ্দেশ্যের বিচারে সংঘটিত অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত অবৈধ সমাবেশের প্রতিটি সদস্য) সহ বিভিন্ন ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি (নিপীড়ন প্রতিরোধ) আইনও প্রয়োগ করা হয়েছে। গুজরাট পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত করছে।

হায়দরাবাদ, বেঙ্গালুরুর থেকে কম টাকায় নার্সিং পড়ার সুযোগ

ভর্তি চলছে

GNM NURSING (3 YRS)

শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য

আপনার সন্তানের সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে দিতে বদ্ধ পরিকর বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং

BUDGE BUDGE INSTITUTE OF NURSING
EMPOWERING COMPASSIONATE MALE NURSES

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং

ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিল দ্বারা অনুমোদিত

অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত

২০০ বেড সমৃদ্ধ আরতি হাসপাতাল ও আশ শিফা হাসপাতালে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে সহায়তা

সায়েন্স, আর্টস, কমার্স যে কোনও শাখার ছাত্রদের জন্য সুযোগ

উচ্চমাধ্যমিকে ৪০ শতাংশ নম্বর পেলেই ভর্তির যোগ্য

মুহাম্মদ শাহ আলম চেয়ারম্যান ● ড. মোশারফ হোসেন ভাইস চেয়ারম্যান

যোগাযোগ

ডা. ফারুক উদ্দিন পুরকাইত
MBBS, MD, Dip. Card
6295 122 937
9732 589 556
https://bbinursing.com

চণ্ডীপুর মোড় ● বিড়লাপুর রোড ● বজবজ ● কলকাতা-৭০০১৩৭

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৮ বর্ষ, ৩১৭ সংখ্যা, ৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩০, ১০ জমাদিয়াল আউয়াল, ১৪৪৫ হিজরি

নূতন ভাইরাসের আশঙ্কা

করোনা মহামারির কথা আমরা যখন ভুলিতে বসিয়াছি, তখন সারা পৃথিবীতে আবার করোনার সংক্রমণ বাড়িতেছে বলিয়া কিছুদিন আগেও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হইয়াছে। বিশেষ করিয়া জার্মানি, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল, পোল্যান্ড, ফিলিপাইন, রোমানিয়া, বুলগেরিয়া প্রভৃতি দেশে করোনায় আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমশ বাড়িতেছে বলিয়া জানা যায়। যদিও তাহা বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত রহিয়াছে এবং আবার ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়িবার আশঙ্কা তেমন একটা নাই। করোনা ভ্যাকসিন আবিষ্কার এবং ইহার আরো উন্নত সংস্করণের সহজলভ্যতা এই রোগ নিয়ন্ত্রণে আমাদের সক্ষমতাকে বৃদ্ধি করিয়াছে। কিন্তু করোনার উত্পত্তিস্থল চীনে নূতন করিয়া যে অজানা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়াছে, তাহাতে আমাদের কপালে ভাঁজ বাড়িতেছে বইকি। শুধু তাহাই নহে, গতকাল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা হু (ডব্লিউএইচও) স্বয়ং এই ব্যাপারে বিশ্ববাসীকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। করোনার বেলায়ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে সতর্কতামূলক প্রতিবেদন ছাপানো হইয়াছিল শুরুর দিকেই। কিন্তু বাংলাদেশের মতো অনেক উন্নয়নশীল, এমনকি কোনো কোনো উন্নত দেশও এই বিষয়টি আমলে না নেওয়ায় ক্ষয়ক্ষতি বাড়িয়া যায়। এইবারও কি আমরা অবহেলা ও অসতর্কতার পরিচয় দিয়া নিজেদের বিপদ ডাকিয়া আনিব?

চীনের নূতন ভাইরাসের এই সংক্রমণকে অজানা নিউমোনিয়া হিসাবে দেখানো হইতেছে। এমনিতেই করোনা মহামারির ধাক্কা আমরা এখনো কাটিয়া উঠিতে পারি নাই। ইহার অভিঘাতে বিশ্ব অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে মারাত্মকভাবে। এখন আবার এই নূতন আপদ ও বিপদে উদ্বেগ ও উত্কণ্ঠা দেখা দিয়াছে। খবরে প্রকাশ, অজানা ও রহস্যজনক এই নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হইতেছে বেইজিং ও লিয়াওনিংয়ের শত শত শিশু। হাসপাতালগুলিতে তিল ধারণের ঠাঁই নাই। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই পরিপ্রেক্ষিতে চীনা নাগরিকদের শ্বাসযন্ত্রের অসুস্থতার ঝুঁকি কমাইতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানাইয়াছে। অনেক তথ্য না পাওয়ার কারণে প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক অবগত হওয়া যাইতেছে না। তবে পরিস্থিতি যাহাই হউক, বাংলাদেশকে আগেভাগেই সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। বিশেষ করিয়া বিমানবন্দর, স্থলবন্দর, সমুদ্রবন্দর ও নৌবন্দরগুলিতে এখন হইতেই নজরদারি বৃদ্ধি করিবার বিষয়টি বিবেচনায় নিতে হইবে। কথায় বলে, সাবধানের মাইর নাই। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলির ইহাই সবচাইতে জরুরি কর্তব্য। গত ১৩ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে এক প্রেস ব্রিফিংয়ের সময় চীনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশনের প্রতিনিধিরা সেই দেশটিতে শ্বাসকষ্টজনিত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির বিষয়টি অকপটে স্বীকার করেন। জাতিসংঘের স্বাস্থ্য সংস্থা এক্স-এ পোস্ট করা এক বিবৃতিতে বলা হইয়াছে, আগের তিন বত্সরের একই সময়ের তুলনায় চীনের উত্তরাঞ্চলে অক্টোবরের মাঝামাঝি হইতে ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো অসুস্থতা বাড়িয়া গিয়াছে আশঙ্কাজনকভাবে। এখানকার শিশুদের মধ্যে ইহার আগে নির্ণয় করা হয় নাই, এমন নিউমোনিয়ার ক্লাস্টার রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। চীনা কর্তৃপক্ষের ভাষ্য হইল, শ্বাসকষ্টের অসুস্থতার স্পাইকটি কোভিড-১৯ বিধিনিষেধ তুলিয়া নেওয়া এবং পরিচিত প্যাথোজেনগুলির সঞ্চালনের কারণে ইনফ্লুয়েঞ্জা ও সাধারণ ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ বাড়িতে পারে। এমন মুহূর্তে প্রযুক্তিগত অংশীদারিত্ব এবং চিকিত্সাবিজ্ঞানীদের নেটওয়ার্ক বাড়ানো উচিত, যাহাতে দ্রুত এই ভাইরাসটি শনাক্ত করা সম্ভব হয়। ইনফ্লুয়েঞ্জা, সারস-কোভ-২, আরএসভি ও মাইকোপ্লাজমা নিউমোনিয়াসহ পরিচিত প্যাথোজেনগুলির সঞ্চালনের সাম্প্রতিক প্রবণতা ও তাহা মোকাবিলায় বিদ্যমান স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে জানানোটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

উপর্যুক্ত পরিস্থিতির কারণে আবার মাস্ক পরিধানসহ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণের তাগিদ আমরা অনুভব করিতেছি। চীনের পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেয়, সেই ব্যাপারে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের বিশেষভাবে নজর দিতে হইবে। যাহারা অসুস্থ তাহাদের হইতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা আবশ্যক। ইহা ছাড়া আবার নিয়মিত হস্ত ধৌত করিবার অভ্যাস আমাদের রপ্ত করিতে হইবে। চীনের নূতন ভাইরাস সম্পর্কে রহস্য উদ্ঘাটন ও সেই অনুযায়ী নূতন টিকার প্রচলন না হওয়া পর্যন্ত আমাদের সজাগ ও সতর্ক থাকিতে হইবে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে এখনই এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হইবে।

নজরুলের গান নিয়ে সাম্প্রতিক বিতর্ক: কিছু প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন

কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'কারার ঐ লৌহ কপাট' একটি হিন্দি সিনেমায় বিকৃত সুরে গাওয়া হয়েছে এই অভিযোগে চারিদিকে প্রতিবাদ সংঘটিত হচ্ছে। সুর বিকৃতির প্রতিবাদ করেও কিছু প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন উত্থাপন করলেন নজরুল নাটকের গবেষক, অধ্যক্ষ **শেখ কামাল উদ্দিন**

'ছুন্দরী বধ' কাব্যের নাম শুনেছেন? শোনেন নি! না, তা'হলে আপনি বাংলা সাহিত্যের রসজ্ঞ পাঠকই নন! 'দ্রোণগুরু' কবিতা পড়েছেন? তাও পড়েন নি! কি বললেন? 'দ্রোণাচার্য'-কে নিয়ে লেখা কবিতা? আরে মশাই না। আপনি দেখছি বাংলা কাব্যের কোনো খবরই রাখেন না!

কিন্তু আপনাকে তো শান্তিনিকেতনী ঝোলা ব্যাগ কাঁধে, রঙিন ডিজাইনের পাঞ্জাবিতে রবীন্দ্রসদন চত্বরে দেখেছি। কখনো কখনো কলকাতার বিভিন্ন হলে কবিতা পড়তেও শুনেছি। উত্তরীয় গলায় পরছেন বা কোনো স্মারক নেওয়ার ছবিও ফেসবুকে মাঝে মাঝেই দেখি। বিখ্যাত কবিদের সঙ্গে ছবি দেন। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটমান বিষয়ের প্রতিবাদে মিছিলে হাঁটেন। কাগজে যাতে আপনার মুখ দেখা যায় তার জন্য বিখ্যাত ব্যক্তিদের গা ঘেঁষাঘেঁষি দাঁড়ানোর নিরন্তর কসরত করতেও তো দেখেছি। তারপর দিন কোনো কাগজে সেই ছবি ছাপলে ফেসবুকে দিয়ে লিখতে দেখেছি গতকাল কার কার সঙ্গে কোথায় কোথায় ছিলেন। একটা গর্বিত, হাসি হাসি মুখের ছবিও সঙ্গে দেন। সেই আপনি বলছেন, 'ছুছুন্দরী বধ' পড়েন নি, এমনকি নামও শোনেন নি!

এদিকে 'কারার ঐ লৌহ কপাট' নিয়ে আন্দোলনে নেমেছেন! আচ্ছা কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে এইরকম ঘটনা এই কী প্রথম হ'লো! কবি যখন বেঁচেছিলেন, তখন কতবার শুধু তাঁকে বাসা পাল্টাতে হয়েছিল, জানেন! কি বললেন, 'কাজীদা'র মতো কবিকে বাসা পাল্টাতে হবে কেন? কেউ তো কবিকে থাকার জায়গা দিতে পারলেই ধন্য হয়ে যাবেন, এইটাই তো জানেন, তাই না! রাগ হচ্ছে আমার উপর! এইসব কথা বলছি বলে! প্লিজ, রাগ করবেন না। এই অধম একটু-আধটু পড়েছে বলেই জানতে ইচ্ছে করছে। যদি পুরোটা জানতে পারতাম বা আপনি জানাতেন তাহলে খুব ভালো লাগতো। তাই আপনাকে এত কথা জিজ্ঞাসা করা।

শ্যামাপুজো সদ্য শেষ হলো। মন্ডপে মন্ডপে বেজে উঠেছে– 'কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন', 'বল রে জবা বল, কোন্ সাধনায় পেলি শ্যামা মায়ের চরণ তল'। কালীপুজোতে এই গানগুলো তো এতদিন শুনে এসেছি। কালীপুজো হলে এইগুলো বাজবে, এ তো স্বাভাবিক। এর সঙ্গে নজরুলের কি সম্পর্ক! নজরুলের 'কারার ঐ লৌহ কপাট'-এর কি সম্পর্ক! সিনেমার গানের কি সম্পর্ক! এই সব মনে মনে ভাবছেন তো কবি মশাই! সত্যিই তো, আমারই তো ভুল। এসব জানতে চাওয়ার কি দরকার! কোথায় 'কারার ঐ লৌহ কপাট' নিয়ে গরমাগরম বিতর্ক, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ, তীক্ষ্ণ বাণ- নিক্ষেপ। সেসব নিয়ে কথা না বলে শ্যামাসংগীত নিয়ে আহাম্মক, নির্বোধ ছাড়া কেউ এই প্রশ্ন করে! না, জানতে চায়! আমি আবার ভুল করে ফেললাম। আমি ভেবেছিলাম বোধহয় এগুলো কোনো কালীপ্রেমী তন্ত্রসাধকের লেখা। পরে জানলাম একজন মুসলমান কবি কাজী নজরুল ইসলাম এগুলো লিখেছেন! আমি তো জানতাম তিনি 'ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ' লিখেছেন। এতক্ষণে বুঝলাম কেন তাঁকে 'কাফের' আখ্যা দিয়েছিলেন মুসলমানরা!

'কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন', 'বল রে জবা বল, কোন্ সাধনায় পেলি শ্যামা মায়ের চরণ তল'। কালীপুজোতে এই গানগুলো তো এতদিন শুনে এসেছি। কালীপুজো হলে এইগুলো বাজবে, এ তো স্বাভাবিক। এর সঙ্গে নজরুলের কি সম্পর্ক! নজরুলের 'কারার ঐ লৌহ কপাট'-এর কি সম্পর্ক! সিনেমার গানের কি সম্পর্ক! এই সব মনে মনে ভাবছেন তো কবি মশাই! সত্যিই তো, আমারই তো ভুল। এসব জানতে চাওয়ার কি দরকার! কোথায় 'কারার ঐ লৌহ কপাট' নিয়ে গরমাগরম বিতর্ক, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ, তীক্ষ্ণ বাণ- নিক্ষেপ। সেসব নিয়ে কথা না বলে শ্যামাসংগীত নিয়ে আহাম্মক, নির্বোধ ছাড়া কেউ এই প্রশ্ন করে! না, জানতে চায়! আমি আবার ভুল করে ফেললাম। আমি ভেবেছিলাম বোধহয় এগুলো কোনো কালীপ্রেমী তন্ত্রসাধকের লেখা। পরে জানলাম একজন মুসলমান কবি কাজী নজরুল ইসলাম এগুলো লিখেছেন! আমি তো জানতাম তিনি 'ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ' লিখেছেন। এতক্ষণে বুঝলাম কেন তাঁকে 'কাফের' আখ্যা দিয়েছিলেন মুসলমানরা!

একজন মুসলমান কবি কাজী নজরুল ইসলাম এগুলো লিখেছেন! আমি তো জানতাম তিনি 'ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ' লিখেছেন। এতক্ষণে বুঝলাম কেন তাঁকে 'কাফের' আখ্যা দিয়েছিলেন মুসলমানরা!

কই তখন তো তাঁকে হেনস্তা করার জন্য পথে নামেননি! তিনিই বরঞ্চ জবাব দিয়েছিলেন 'মৌ-লোভী' যত মৌলবীদের বিরুদ্ধে! 'শনিবারের চিঠি তাঁকে কত রকমভাবে হেয় প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিল। তখন কোথায় ছিলেন কবি? আবার হিন্দু মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন বলে দু'হম্প্রদায়ের মানুষের দ্বারাই তিনি অপদস্ত হয়েছিলেন। তাঁর হয়ে তো পথে নামেন নি! ভয় পেয়েছিলেন। পাছে আপনাকে 'সাম্প্রদায়িক' আখ্যা দেওয়া হয়!

আর একটি কথা। এই গানটি যে প্রযোজকরা তাঁদের সিনেমায় ব্যবহার করতে পারলেন, তার অনুমতি কে দিলেন? কেন দিলেন? কিসের জন্য দিলেন? কত টাকার বিনিময়ে দিলেন? পরিবারের একপক্ষ বলছেন, তাঁরা অনুমতি দিয়েছিলেন। তবে সুর পরিবর্তনের অনুমতি দেন নি! তবে কিজন্য অনুমতি দিয়েছিলেন? চুক্তিপত্র সামনে আনা হোক। সবাই দেখুন, কারা অন্যায় করেছেন, ভুল করেছেন? আর এক পক্ষ বলছেন, তাঁরা কিছুই জানেন না। আচ্ছা কাজী নজরুল ইসলাম কি এখন একটি পরিবারের সম্পত্তি? যে কোন অনুষ্ঠান হলে প্রায় সবাই চান সেই পরিবার থেকে কেউ না কেউ উপস্থিত থাকুন। কেন বলুন তো! পরিবারের সদস্যদের সান্নিধ্য লাভ করলে আপনার জৌলুস বাড়বে বলে? কাজী নজরুল ইসলামের গান, কবিতা, নাটক নিয়ে পরিবারের কতজন গবেষণা করেছেন, কেউ বলতে পারবেন? তবে অনুষ্ঠানে তাঁদের ডেকে আনা কেন? অথচ বহু তরুণ- তরুণী নিজস্ব চেষ্টায় দিনের পর দিন কবির লেখা বিভিন্ন লাইব্রেরীতে গিয়ে খুঁজে খুঁজে বের করে গবেষণা করেছেন, করছেন।

তাঁদের মূল্য নেই? তাঁদের কেন ডাকা হবে না? তাঁদের কেন ডাকা হয় না? হে কবি, হে মহান প্রতিবাদী কবি, এ ব্যাপারে কিছু বলবেন না! তাঁদের কোনো অনুষ্ঠান নিয়ে যেতে হলে আপনাকে গ্যাটের টাকা খরচ করে নিয়ে যেতে হয়। অথচ অনেকেই আছেন শুধু কবির বংশধর বলে সরকারের কাছ থেকে নানাবিধ সুযোগ পেয়ে থাকেন। বিনিময়ে, পরিবর্তে সাধারণ মানুষের জন্য তাঁরা কি ফেরত দেন? একবার ভাববেন না!

এই সময় কেউ কেউ বলছেন গানটি যে কাজী নজরুল ইসলামের লেখা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সেটা ভুলে যাবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম হয়তো মনে করবে এই গানটি বিখ্যাত গীতিকার-সুরকার, অস্কার-জয়ী শিল্পী এ. আর. রহমানের। আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যাতে ভুলে না যায় যে গানটি কাজী নজরুল ইসলামের লেখা তার জন্য হে কবি, হে গায়ক, হে প্রতিবাদী আপনি কি করেছেন? আপনি তো টাকা নিয়ে গান শেখান। আবৃত্তি শেখান। কখনো কি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে জানানোর চেষ্টা করেছেন বিনা পয়সায়, নিজের পয়সা খরচ করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পৌঁছে তাদের জানাতে যে, শুধু এই গান নয়, আরও অনেক গান, আরও অনেক সৃষ্টি যেগুলো আমরা জানি না অথচ সেগুলি কাজী নজরুল ইসলামের সৃষ্টি! লজ্জা পাচ্ছেন! ক্ষুব্ধ হচ্ছেন এই কথাগুলো পড়তে পড়তে।

খ্রীস্টান মিশনারীরা যখন এদেশে এসে স্কুল, কলেজে প্রতিষ্ঠা করলেন, ইংরাজী শিক্ষা দিলেন, বাইবেলের বাংলা অনুবাদ করে বিনামূল্যে বিতরণ করে যীশুর মাহাত্ম্য প্রচার করলেন, তাঁদের আলাদা উদ্দেশ্য যাই থাক সেগুলো তো করলেন! আপনি, আমি নজরুল ইসলাম চর্চা করতে বিনা পারিশ্রমিকে কি করলাম! নিজের পয়সায় বই ছাপিয়ে প্রচার করলেন! নিচু ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে পৌঁছে দিলেন! প্রচারও করলেন না, পৌঁছেও দিলেন না!

আমরা একটি কলেজের সঙ্গে চুক্তি করে ত্রিশ ঘণ্টার জন্য নজরুল চর্চার ব্যবস্থা করেছিলাম। সেখানে একজন নজরুল সংগীতের ইংরেজি অনুবাদককে অনুরোধ করেছিলাম তাঁর ইংরেজি গান তাঁর কোনো পরিচিত শিল্পীকে দিয়ে গাওয়াতে। তাহলে ওই কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা জানতে পারতেন নজরুলের গানের ইংরেজি অনুবাদ সম্পর্কে।

কিন্তু তিনি অর্থ চেয়ে বসলেন। ফলে আমাদের পক্ষে সম্ভব হলো না ওই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে নজরুলের গানের ইংরেজি অনুবাদ পৌঁছে দেওয়ার। মুখ লুকোবেন না, কবি-গায়ক-শিল্পী। সিনেমার প্রযোজক সংস্থা, সুরকার-শিল্পীরা ব্যবসার স্বার্থে, অর্থের বিনিময়ে নজরুল ইসলামকে পৌঁছে দিয়েছেন কোটি কোটি অবাঙালি দর্শক-শ্রোতার কণ্ঠে। হ্যাঁ, সুরের বিকৃতি ঘটিয়েছেন।

পছন্দ হলে আপনি শুনবেন, না হলে শুনবেন না! যেমন করে 'ছুছুন্দরী বধ'-এর কথা কেউ মনে রাখেনি, যেমন করে হাজারও কালিমা লিপ্ত করার চেষ্টা করেও সমালোচকেরা ব্যর্থ হয়েছেন কবিকে হেয় প্রতিপন্ন করতে। এই অপচ্ছন্দের গানও একদিন হারিয়ে যাবে। নজরুলের সুর, গিরীন চক্রবর্তীর কণ্ঠ, এই গানকে নিয়ে কোটি কোটি বাঙালির আবেগ বেঁচে থাকবে। জয়তু নজরুল।

প্রাসঙ্গিকতায় জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত কপ ২৮ সামিট

সজল মজুমদার

এক বা একাধিক নানা প্রাকৃতিক ও মানবিক কারণে পৃথিবী ও তার বায়ুমণ্ডলের মধ্যে তাপীয় সমতার আকস্মিক বা ধীরগতিতে পরিবর্তন ঘটে চলেছে। আবহাওয়া ও জলবায়ুর এই অস্বাভাবিক আচরণকেই সাধারণত জলবায়ু পরিবর্তন বলে। জলবায়ু পরিবর্তনে অপার্থিব এবং পার্থিব নানা কারণ সমূহ রয়েছে। যদিও পার্থিবকরণগুলো পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে খরা অস্বাভাবিক শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় অনিয়মিত বর্ষা পরিবর্তিত জলচক্র এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয় গুলো এখন প্রায় নিয়মিত হয়ে পড়েছে। অতি উষ্ণায়ন, ভূমিকম্প ,সামুদ্রিক ঝড়, বন্যা, মেরু প্রদেশে বরফ গলন, হড়পা বান ,পাহাড়ি ধস ,বিষাক্ত গ্রীন হাউস নির্গমনের ফলে ওজোন স্তরের ক্রমাগত ক্ষয়, দূষণ, সর্বোপরি বৃক্ষ ছেদন এসব কারণগুলো বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনকে আরও ত্বরান্বিত করে চলেছে।

জলবায়ু পরিবর্তনকে ঠেকানোর জন্য তথা জলবায়ুকে স্থিতিশীল রাখবার জন্য প্রতিবছর বিশ্বের উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলো একজোট হয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন সম্মেলনের আয়োজন করে থাকে। সেখানে পরিবেশ জলবায়ু রক্ষার জন্য একগুচ্ছ এজেন্ডাও গৃহীত হয়। তবে এত কিছু পদক্ষেপের পরেও পৃথিবীর সামগ্রিক উষ্ণতা কি স্থিতিশীল পর্যায়ে আছে!!? নাকি পৃথিবীর উষ্ণতা ক্রমাগত উর্ধ্বমুখী!!? উত্তরটা কি সহজেই অনুমেয় !!! প্রসঙ্গত বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে United Nations Framework Convention on Climate Change এর Conference of Parties (COP) প্রতিবছর বিশ্বের নানান স্থানে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। COP 26 স্কটল্যান্ডের গ্লাসগো, COP 27 মিশরের Sharm El Sheikh এ অনুষ্ঠিত হওয়ার পর এ বছরের COP28 সম্মেলনের আসর সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ের এক্স পো সিটিতে আগামী 30 থেকে 12 ই

ডিসেম্বর আয়োজিত হতে চলেছে।প্রায় ২০০ টি দেশের 70,000 প্রতিনিধি এই জলবায়ু পরিবেশ সম্মেলনে আমন্ত্রিত থাকতে পারেন। উপস্থিত থাকবেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, বিশ্বের তাবর বাণিজ্যিক, জলবায়ু বিজ্ঞানী, স্থানীয় জনগণ, সাংবাদিক, বিভিন্ন ক্ষেত্রের এক্সপার্ট, স্টেকহোল্ডাররা। আসন্ন COP28 সামিটে যে তিনটি মূল বিষয়ে আলোকপাত করা হতে পারে তা হল, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের তাগিদে ২০৫০ সালের মধ্যে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার যতটা সম্ভব কমানো বা বাঁচানো, পৃথিবীব্যাপী স্থিতিশীল অনুকূল জলবায়ু কে ধরে রাখার জন্য সমাজকে আরো ক্ষমতায়ন প্রদান, জলবায়ু সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য বিশ্বের সমস্ত দেশের নীতি,প্রকল্প তথা জলবায়ু অর্থ লগ্নি কে আরো জোরদার করা ইত্যাদি। অন্যদিকে এবারের COP 28 সামিটে যে বিষয়গুলো অগ্রাধিকারের তালিকায় রাখা হয়েছে তা হলো, জলবায়ু সংকটকে রোখা, এবং 2030 সালের মধ্যে বৈশ্বিক তাপমাত্রা 1.5 সেলসিয়াস বৃদ্ধির বিষয়কে হ্রাস করা, প্রকৃতিতে মানুষের সুষ্ঠুভাবে বসবাসের জন্য প্রাণবন্ত জলবায়ু পরিবেশ পরিকাঠামো তৈরি তথাপি বিপন্ন প্রায় প্রজাতিগুলোকে রক্ষা করা, নির্দিষ্ট জলবায়ু বাজেট প্রস্তুত করা প্রভৃতি। উল্লেখ্য সারা বিশ্বে ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ সংরক্ষণ সহ সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে COP 27 সামিটে UAE সহ ইন্দোনেশিয়া, ভারত শ্রীলংকা অস্ট্রেলিয়া জাপান স্পেন প্রভৃতি দেশগুলো নিয়ে Mangrove Alliance for Climate (MAC) জোট গঠিত হয়েছিল। তবে এবারের সামিটে ম্যানগ্রোভ সংরক্ষণ এবং ম্যানগ্রোভ বাস্তুতন্ত্র কে পুনরুদ্ধারের জন্য UAE একটি ম্যানগ্রোভ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ এজেন্ডার অনুমোদন দিতে পারে। যেটিকে Global Mangrove Alliance এবং UN Climate Change এর সাথে মিলিতভাবে সংযুক্ত করে Mangrove Breakthrough Agenda হিসেবে পেশ করা হতে পারে। পৃথিবীর যেসব দেশে ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ রয়েছে সেসব দেশের সরকার, সাধারণ সমাজ, পরিবেশ প্রেমী, বাস্তু তন্ত্রবিদ, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সকলে একত্রে জোটবদ্ধ হয়ে জীব বৈচিত্রের এই মূল আধার টিকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসবে। আগামী 2030 সালের মধ্যে বিশ্বের 15 মিলিয়ন হেক্টর জুড়ে অবস্থিত ম্যানগ্রোভকে রক্ষা এবং পুনরুদ্ধারের লক্ষ্য এবারের সামিটের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হতে পারে। পরিশেষে, বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনকে স্থিতিশীল পর্যায়ে নিয়ে আসার জন্য বিশ্বের ছোট বড় রাষ্ট্রগুলো একজোট হয়ে কাজ করে চলেছে। এভাবে স্থিতিশীল উন্নয়নের সমস্ত লক্ষ্যগুলো পূরণের মাধ্যমে এই সুন্দর পৃথিবীকে আগামী প্রজন্মের জন্য আমরাই বাসযোগ্য করে রেখে যেতে পারবো। এই প্রচেষ্টাতেই সকলকে সংকল্পবদ্ধ হতে হবে।

প্রথম নজর

হজযাত্রীদের সেবা দেওয়া সংস্থার নিবন্ধন শুরু করল সৌদি আরব

আপনজন ডেস্ক: আসন্ন পবিত্র হজ মৌসুমে বিদেশি হজযাত্রীদের সেবা দেওয়া সংস্থার নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু করেছে সৌদি আরব। এরই মধ্যে লাইসেন্স পেতে আগ্রহী কম্পানি থেকে আবেদন গ্রহণ শুরু করছে দেশটির হজবিষয়ক মন্ত্রণালয়। হজযাত্রীদের দেওয়া পরিষেবার মান বৃদ্ধি ও প্রতিযোগিতা বাড়াতে এই কার্যক্রম শুরু হয়। আগামী ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত অনলাইনে নিবন্ধন কার্যক্রম চলবে।

সৌদি আরবের হজবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা আয়েদ আল-গুয়াইনাম জানান, বিদেশি হজযাত্রীদের দেওয়া পরিষেবার মান বৃদ্ধি করা এবং কম্পানিগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতার পরিবেশ তৈরি করা নিবন্ধন কার্যক্রমের প্রধান লক্ষ্য। কম্পানির মানসম্পন্ন সেবা পেলে মুসল্লিরা স্বাচ্ছেন্দ্যর সঙ্গে হজ পালন করতে পারবেন। এসব কম্পানি হজযাত্রীদের আবাসন, খাবার, পরিবহনসহ নানা ধরনের পরিষেবা দিয়ে থাকে।

এদিকে এরই মধ্যে আগামী হজ মৌসুমের প্রাথমিক প্রস্তুতি শুরু করেছে সৌদি আরব।

দেশটির হজ ও ওমরাহ বিষয়ক মন্ত্রী তাওফিক আল-রাবিয়াহ জানিয়েছেন, আসন্ন হজ মৌসুমে হজের স্থানগুলোতে কোনো দেশের জন্য কোনো নির্দিষ্ট স্থান বরাদ্দ করা হবে না। চুক্তি চূড়ান্ত করার ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশের স্থান নির্ধারণ করা হবে। তাই যে দেশ দ্রুত চুক্তি সম্পন্ন করবে তাকে হজের পবিত্র স্থানগুলোতে স্থান গ্রহণে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, আগামী বছরের ১৪ জুন পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হবে।

সেই হিসাবে ১ মার্চ (২০ শাওয়াল) হজের ভিসা ইস্যু শুরু হয়ে ২৯ এপ্রিল শেষ হবে। ৯ মে (১ জিলকদ) থেকে সৌদি আরবে হজযাত্রীদের গমন শুরু হবে। গত জুনে সৌদি আরবের মক্কায় করোনা-পরবর্তীকালের সর্ববৃহৎ পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিশ্বের প্রায় ২০ লাখ মুসল্লি পবিত্র হজ পালন করেন।

যুদ্ধবিরতির পর গাজায় ঢুকছে ত্রাণবাহী ট্রাক

আপনজন ডেস্ক: যুদ্ধবিরতি কার্যকরের পর গাজায় মানবিক সহায়তা নিয়ে ট্রাক প্রবেশ করতে শুরু করেছে বলে জানিয়েছেন রাফা ক্রসিংয়ের কর্মকর্তারা।

বলা হয়েছে, মিশর থেকে রাফা ক্রসিং দিয়ে গাজায় মানবিক সহায়তা নিয়ে বেশ কিছু ট্রাক প্রবেশ করছে।

রাফা ক্রসিং প্রশাসনের মুখপাত্রের একটি বিবৃতিতেও গাজা উপত্যকায় সাহায্য ও জ্বালানি ট্রাকের প্রবাহের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

শুক্রবার (২৪ নভেম্বর) থেকে গাজায় চারদিনের যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়েছে। এদিন বাংলাদেশ সময় বেলা ১১টার দিকে দুই পক্ষের মধ্যে এই চুক্তি কার্যকর হয়। এতে মধ্যস্থতা করছে কাতার। এই যুদ্ধবিরতিতে হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে কিছু বন্দিবিনিময়ের কথা রয়েছে।

যদিও যুদ্ধবিরতিকে সামনে রেখে গাজায় রাতভর বোমা হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। পাওয়া গেছে হতাহতের খবরও। তাছাড়া যুদ্ধবিরতি শেষে আবারও গাজায় হামলা চালানো শুরু হবে বলে জানিয়েছে তেলআবিব।

ফিলিস্তিনিদের মিশ্র প্রতিক্রিয়া

গাজায় যুদ্ধবিরতি শুরু

আপনজন ডেস্ক: গাজায় টানা ৭ সপ্তাহ হামাস-ইসরায়েল সংঘাতের পর প্রথমবারের মতো চারদিনের যুদ্ধবিরতি শুরু হয়েছে। শুক্রবার সকাল থেকেই এ যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়েছে।

আল জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্থানীয় সময় শুক্রবার সকাল ৭টা থেকে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়েছে। বিকেলের দিকে ফিলিস্তিনি জিম্মিদের মুক্তি দেওয়া হবে। প্রথম দিনে ১৩ জন ইসরায়েলি জিম্মিকে মুক্তি দেবে হামাস। যুদ্ধবিরতির চুক্তি অনুযায়ী, হামাস চার দিনের মধ্যে গাজা থেকে ৫০ জন জিম্মিকে এবং ইসরায়েল ১৫০ জন ফিলিস্তিনি বন্দিকে মুক্তি দেবে।

গত ৭ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া যুদ্ধে গাজায় ১৪ হাজার ৮০০ জনের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। ইসরায়েলে হামাসের হামলায় সরকারিভাবে নিহতের সংখ্যা প্রায় ১ হাজার ২০০ জন। এই যুদ্ধবিরতি চলবে চার দিন ধরে। এর মধ্য দিয়ে সাত সপ্তাহে প্রথমবার গাজায় ইসরায়েলের নির্বিচার বোমাবর্ষণও সাময়িক বিরতি নিল যেন। ফলে অনেকটা স্বস্তি ফিরেছে গাজার সাধারণ মানুষের মাঝে। তবে রয়েছে অস্বস্তিও।

গাজা উপত্যকার নুসেরাত শরণার্থী ক্যাম্পের বাসিন্দা হামজা ইব্রাহিম বলেছেন, যুদ্ধবিরতি শুরুর পর গাজার ফিলিস্তিনিরা আনন্দিত সঙ্গে তারা আবার দুঃখিতও।

সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরাকে হামজা ইব্রাহিম বলেছেন, 'অব্যাহত বোমা হামলার মধ্যে মানুষ যে কষ্ট এবং আতঙ্কে ছিল, এই যুদ্ধবিরতিটি সেই কষ্ট থেকে মুক্তি দিয়েছে। এরমাধ্যমে আমরা আমাদের প্রাত্যাহিক কাজ করতে পারব এবং পরিবারের সঙ্গে আবারও পুনর্মিলিত হতে পারব। এটি ফিলিস্তিনিদের জন্য আনন্দের।'

কিন্তু ফিলিস্তিনিরা আবারও দুঃখিতও কারণ, যুদ্ধবিরতির পর আবারও সেই 'দুঃস্বপ্ন' ফিরে আসবে।

তিনি বলেছেন, 'তারপরও, গাজাকে পুনর্গঠন করতে কয়েক দিনের যুদ্ধবিরতি পর্যাপ্ত নয়। উত্তরাঞ্চলের যেসব মানুষের বাড়ি ধ্বংস হয়েছে। যুদ্ধ শেষে এসব মানুষ কোথায় যাবে?'

'গাজাকে পুনর্গঠন করতে আমাদের হাজার হাজার ট্রাক (সহায়তা) লাগবে; আমাদের গাজাকে পুনর্গঠন করতে কয়েক বছর কয়েক দশক লাগবে।' যোগ করেন হামজা। জাক হানিয়া নামে আরেকজন বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনি শাতি শরণার্থী শিবির থেকে বলেন, 'আমরা জানি না কোথায় খুশি বা দুঃখ প্রকাশ করতে হবে। আমাদের ঘরবাড়ি ভেঙে গেছে, আমাদের হৃদয় ভেঙে গেছে, গাজায় এখন সবকিছু ভেঙে গেছে।'

যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার প্রায় তিন ঘণ্টা পর দক্ষিণাঞ্চলীয় খান ইউনিস শহর থেকে আল জাজিরাকে তিনি বলেন, 'আমরা জানি না এর পর জীবন কীভাবে চলবে।'

হানিয়া আরো বলেন, গাজার বাসিন্দারা 'এখনও উদ্বিগ্ন'। এখনও গোলাগুলির শব্দ শুনছি। আমার মনে হয় এটি পূর্ব সীমান্ত থেকে নাকি খান ইউনিস থেকে আসছে। বিরতির সময় বাড়ি ফেরার পরিকল্পনা করছেন কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে হানিয়া বলেন, আমরা যেতে পারব না কারণ, ইসরায়েলি সেনাবাহিনী বলেছে যে কাউকে উত্তরে ফিরে যেতে দেওয়া হবে না। মানুষ যেতে ভয় পাচ্ছে এবং দ্বিধায় রয়েছে। আমি মনে করি ফিরে যাওয়া বিপজ্জনক কারণ, তারা এখনও গাজার উত্তর ও দক্ষিণকে পৃথক করার রাস্তায় রয়েছে। তিনি বলেন, আমরা কোনো কিছু সম্পর্কে নিশ্চিত নই এবং শুধু প্রার্থনা করছি যেন যুদ্ধবিরতি বজায় থাকে। বহু বছর ধরে ফিলিস্তিনিদের ওপর চলে আসা গণহত্যা, নির্যাতন ও দেশ দখলের প্রতিবাদে গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে আকস্মিক অভিযান চালায় গাজাভিত্তিক স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। ওইদিন থেকেই গাজা উপত্যকায় নির্বিচারে বোমা হামলা শুরু করে দখলদার ইসরায়েলি বাহিনী। যা যুদ্ধবিরতির আগ পর্যন্ত এক টানা চলেছে। ইসরায়েলিদের এ হামলায় এখন পর্যন্ত সাড়ে ১৪ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এছাড়া আহত হয়েছেন ৩০ হাজারের বেশি মানুষ। অপরদিকে হামাসের হামলা প্রায় ৩৬০ সেনাসহ ১ হাজার ২০০ ইসরায়েলি প্রাণ হারিয়েছেন।

আলোচনার কিছু নেই, ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিন : আল সিসি

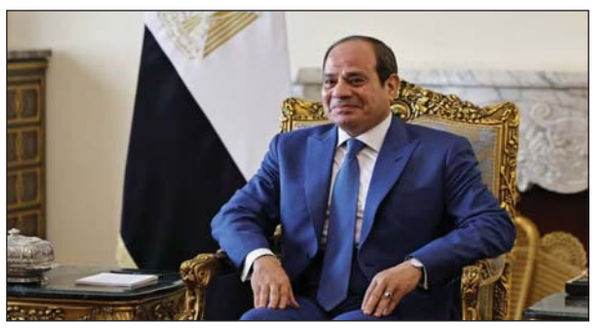

আপনজন ডেস্ক: মিশরের প্রেসিডেন্ট আবদেল-ফাত্তাহ আল-সিসি মৃতপ্রায় ইসরায়েল-ফিলিস্তিন শান্তি প্রক্রিয়াকে 'গুরুত্বহীন' বলে উল্লেখ করেছেন। এর পরিবর্তে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

কায়রোতে স্পেন ও বেলজিয়ামের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে সিসি বলেন, 'ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাতের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে প্রক্রিয়াটি পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়োজন নেই।'

সিসি বলেন, ৩০ বছর ধরে এই পথে চলে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের অবশ্যই একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে। এর অর্থ হবে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কর্তৃক ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়া। তাহলেই কেবল জাতিসংঘ বিষয়টি নিয়ে যে সিরিয়াস সেটা প্রমাণিত হবে।

তিনি স্পষ্ট করেছেন যে, ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে অসামরিকীকরণ করা হবে এবং আন্তর্জাতিক বাহিনী এটির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কাজ করবে।

সাধারণ নির্বাচনের পর নেদারল্যান্ডসের মুসলিমদের মনে উদ্বেগ

আপনজন ডেস্ক: ইউরোপের বিভিন্ন প্রান্তে চরম দক্ষিণপন্থি শক্তির নির্বাচনি সাফল্য বিশেষ করে সংখ্যালঘুদের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠছে। এবার নেদারল্যান্ডসের সংসদ নির্বাচনে খেয়ার্ট ভিল্ডার্সের ফ্রিডম পার্টির অভাবনীয় জয় সেই উদ্বেগ আরও বাড়িয়ে দিলো। সংসদের ১৫০টি আসনের মধ্যে ৩৭টি দখল করে সবচেয়ে শক্তিশালী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে চরম দক্ষিণপন্থি এই দল। তবে সরাসরি ক্ষমতায় আসতে হলে ভিল্ডার্সকে অন্য দলের সঙ্গে জোট গঠন করে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রমাণ দিতে হবে। কোনো আইন প্রণয়ন করতে গেলেও জোটসঙ্গিদের সম্মতির প্রয়োজন হবে। নিজেকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে জয়ের পর রুটে সুর নরম করে বলেন, তিনি গোটা দেশের মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে প্রধানমন্ত্রী হতে চান। ইসলাম ধর্ম ও মুসলিমদের সম্পর্কে খেয়ার্ট ভিল্ডার্সের খোলাখুলি বিরূপ মন্তব্য বার বার নজর আকর্ষণ করেছে। তিনি অতীতে নেদারল্যান্ডসে মসজিদ ও পবিত্র কোরান নিষিদ্ধ করার ডাক দিয়েছেন। ফলে নির্বাচনে এমন ব্যক্তির প্রতি বিপুল জনসমর্থন নেদারল্যান্ডসের মুসলিমদের জন্য গভীর উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে। দেশটির সিএমও নামের মুসলিম সংগঠনের প্রতিনিধি সংবাদ সংস্থা রয়টার্সকে বলেন, ডাচ মুসলিমদের জন্য নির্বাচনের এই ফলাফল অত্যন্ত মর্মান্তিক। তার মতে, আইনের শাসনের মৌলিক নীতির বিরুদ্ধে কর্মসূচি স্থির করে কোনো দল যে এত সাফল্য পেতে পারে, তা প্রত্যাশার বাইরে ছিল। উল্লেখ্য, নেদারল্যান্ডসের জনসংখ্যার প্রায় পাঁচ শতাংশ মুসলিম। ভিল্ডার্স ক্ষমতায় এলে তাদের অনেকের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সিরিয়া থেকে আসা ছাত্রী জুডি কারাজোলি সংবাদ সংস্থা এএফপি-কে নিজের উদ্বেগ জানিয়ে বলেন, ভিল্ডার্সের বর্ণবাদী পিভিভি দল খোলাখুলি দেশ থেকে ইসলাম ধর্ম দূর করার অঙ্গীকার করেছে। দলের ইশতাহারে এমনকি দাবি করা হয়েছে যে, সিরিয়ার কিছু অংশ বর্তমানে নিরাপদ থাকায় সেখান থেকে আশা শরণার্থীদের রেসিডেন্স পারমিট বাতিল করে ফেরত পাঠানো উচিত। কারজোলি তার সিরীয় বন্ধুদের ভবিষ্যৎ নিয়েও দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেন।

নেদারল্যান্ডসের দলীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে এমন ফলাফল অবশ্য সবার কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল না। অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষকের মতে, দীর্ঘ ১৩ বছর ধরে বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী মার্ক রুটের শাসনকাল সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়ে অনেক মানুষ মূল স্রোতের রাজনৈতিক দলগুলির বিকল্পের খোঁজ করেছেন।

ভিল্ডার্সের দলের সাফল্যের বিরুদ্ধে নেদারল্যান্ডসের কিছু জায়গায় বিক্ষোভ দেখা গেছে। উটরেখট শহরে প্রায় এক হাজার মানুষ 'তোমরা একা নও' স্লোগান দিয়ে মুসলিমদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করেছেন। বামপন্থি দলগুলোর উদ্যোগে আয়োজিত এই সমাবেশে দেশের সব শ্রেণির অধিকারের জন্য সংগ্রামের অঙ্গীকার করা হয়। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আমস্টারডাম শহরেও ফ্যাসিবাদ-বিরোধী মিছিল হয়েছে।

'ইসরাইলের পরিপূর্ণ ধ্বংস অনিবার্য': ইরানের মন্ত্রী

আপনজন ডেস্ক: ইরানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেছেন, এ অঞ্চলের মানুষ অচিরেই ইসরাইলের পরিপূর্ণ ধ্বংস দেখবে। পশ্চিম এশিয়া অঞ্চলে প্রকৃত নিরাপত্তা আবারো ফিরে আসবে বলে মন্তব্য করেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ রেজা কারাই অশতিয়নি। গাজা যুদ্ধের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বার্তা সংস্থা ইসনার সাথে আলাপকালে শুক্রবার জেনারেল অশতিয়নি আরো বলেন, আল-আকসা তুফান অভিযানের ফলে রাজনৈতিক, সামরিক এবং আরো বহু ক্ষেত্রে ইসরাইলের আনুষ্ঠানিক পতন ঘটেছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চাপের মুখে ইসরাইল এবং তাদের মদদদাতারা গাজায় যুদ্ধবিরতি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। তিনি আরো বলেন, পশ্চিম এশিয়া বিশ্বের বুকে একটি সংবেদনশীল অঞ্চল। বিশ্ব এ অঞ্চলের দিকে তাকিয়ে থাকে কেননা এ অঞ্চল থেকেই জ্বালানি সরবরাহ হয়। বিশ্ব অর্থনীতি ওই জ্বালানির ওপর নির্ভরশীল।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

উত্তাল ডাবলিন

আপনজন ডেস্ক: সহিংস বিক্ষোভে উত্তাল আয়ারল্যান্ডের রাজধানী ডাবলিন। দেশটির স্থানীয় সময় গতকাল বৃহস্পতিবার বিক্ষোভকারী ও পুলিশের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়েছে। বিক্ষোভকারীরা ডাবলিনে গাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে। সেইসঙ্গে অনেক দোকানে লুটের ঘটনা ঘটেছে।

বার্তা সংস্থা এএফপির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্কুলের বাইরে ছুরি হামলায় তিন শিশু আহতের ঘটনার পর ডাবলিনে ব্যাপক সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। এটি গত কয়েক বছরের মধ্যে ডাবলিনে ভয়াবহ সহিংসতা।

ডাবলিনের পার্নেল স্কয়ার ইস্টে ছুরি হামলায় পাঁচ বছর বয়সী এক শিশু গুরুতর আহত হয়। এতে আরও দুই শিশু ও প্রাপ্ত বয়স্ক আহত হয়। যাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। স্থানীয় সময় দেড়টায় হামলার ঘটনা ঘটে।

এরপর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হামলাকারীর জাতীয়তা নিয়ে গুজব ছড়িয়ে পড়ে। যদিও দেশটির পুলিশ শুধু জানায়, হামলাকারী একজন ৫০ বছর বয়সী।

দেশটির পুলিশ প্রধান ড্রু হ্যারিস এ সহিংসতার জন্য অতি ডানপন্থী মতাদর্শের উন্মাদ দলকে দোষারোপ করেছেন। সেইসঙ্গে তিনি ভুল তথ্যের বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন।

তবে ঠিক কী কারণে এই সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ল- তা এখনো স্পষ্ট নয় বলে বিবিসির লাইভ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। আয়ারল্যান্ড থেকে বিবিসির সাংবাদিক জানিয়েছেন, দাঙ্গাকারীদের হটিয়ে দেওয়া হয়েছে। ডাবলিনের রাস্তা এখন শান্ত। দেশটির তদন্তকারীরা জানাচ্ছেন, তারা এ ঘটনার তদন্ত করছে।

অস্ট্রেলিয়ায় সৈকতে হাজারো ইঁদুর

আপনজন ডেস্ক: অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ড সমুদ্র সৈকতে ভেসে আসছে হাজারো জীবিত ও মৃত ইঁদুর। গত কয়েক মাস ধরেই ইঁদুর নিয়ে এই সংকটে পড়েছে রাজ্যটি। সংবাদমাধ্যম বিবিসি বলছে, কুইন্সল্যান্ডে ইঁদুরের সংখ্যা বহুগুণ বেড়ে গেছে। তারা খাবারের সন্ধানে উপকূলের দিকে আসছে। তবে এদের অনেকেই পথিমধ্যেই মারা পড়ছে। এমনকি যেগুলো আসছে, সেগুলোও পর্যাপ্ত খাবার পাচ্ছে না। এতে এরাও মারা পড়বে বলে মনে করছেন স্থানীয় বিশেষজ্ঞরা।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৩১মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৪.৫৬ মি.

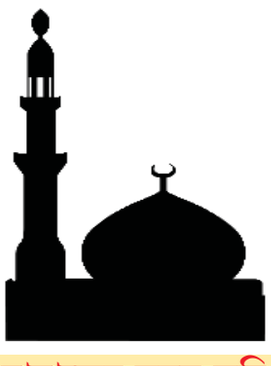

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৩১	৫.৫৭
যোহর	১১.২৮	
আসর	৩.১৫	
মাগরিব	৪.৫৬	
এশা	৬.১০	
তাহাজ্জুদ	১০.৪৩	

মঞ্চে গান গাওয়ার সময় ইউক্রেনীয় হামলায় রুশ অভিনেত্রী নিহত

আপনজন ডেস্ক: রাশিয়ার সামরিক বাহিনীর একটি অনুষ্ঠানে ইউক্রেনের হামলায় এক অভিনয় শিল্পী নিহত হয়েছে।

সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানায়, রাশিয়া অধিকৃত দক্ষিণ জাপোরিঝিয়া অঞ্চলে রাশিয়ান সেনাদের একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে হামলায় ২০ রুশ সেনাসহ ওই অভিনেত্রী নিহতের ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, ইউক্রেনীয় সেনাদের হামলার পূর্বে রাশিয়ান অভিনেত্রী পলিনা মেনশিখ (৪০) রাশিয়ান সেনাদের একটি সামরিক পুরষ্কার প্রদান অনুষ্ঠানে গান গাইছিলেন। রাশিয়ার যে থিয়েটারের হয়ে পলিনা কাজ করতেন তারা ঘটনাটির সত্যতা নিশ্চিত করেছে।

২০১৪ সালে রাশিয়া পূর্ব ইউক্রেনের দোনেস্ক অঞ্চলের কুমাটোভ গ্রামটি দখল করে নেয়। ঘটনার বিস্তারিত স্বাধীনভাবে তদন্ত করা যায়নি। তবে দুই পক্ষের সামরিক কর্মকর্তা নিশ্চিত করেছেন, গত ১৯ নভেম্বর ওই অঞ্চলে ইউক্রেন হামলা চালিয়েছিল।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক রুশ সামরিক তদন্তকারীর বরাত দিয়ে রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন বলেছে, দোনেৎস্ক অঞ্চলে একটি গ্রামে হিমারস ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে একটি স্কুল এবং একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে হামলা করা হয়। এতে এক বেসামরিক নিহত হয়।

প্রকাশ্যে হবে ইমরান খানের বিচার

আপনজন ডেস্ক: কারাগারের ভেতরে বিশেষ আদালত বসিয়ে পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের বিচার বেআইনি ঘোষণা করেছিল ইসলামাবাদ হাই কোর্ট। এবার তার বিচার প্রকাশ্যেই পরিচালনার নির্দেশ দিল আদালত। রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা ফাঁসের অভিযোগে আগামী ২৮ নভেম্বর ইমরান খানকে আদালতে হাজির করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখন তা বাস্তায়নের অপেক্ষায় আছেন বলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (টুইটার) জানিয়েছেন ইমরানের আইনজীবী নাঈম পানজুথা।

দক্ষিণের সীমান্তে শক্তি বাড়ানোর হুঁশিয়ারি উত্তর কোরিয়ার

আপনজন ডেস্ক: উত্তর কোরিয়া মহাকাশে সফলভাবে একটি গোয়েন্দা উপগ্রহ উৎক্ষেপণের দাবি করেছে। যার কারণে নিজেদের নিরাপত্তা সংকটে পড়েছে অভিযোগ তুলে দক্ষিণ কোরিয়া দুই দেশের মধ্যে ২০১৮ সালে হওয়া কমপ্রিহেনসিভ মিলিটারি অ্যাগ্রিমেন্টের (সিএমএ) একটি অংশ স্থগিত করেছে। বুধবার দক্ষিণের নেওয়া এই সিদ্ধান্ত ভালোভাবে নেয়নি উত্তর কোরিয়া। পরদিনই তারা দক্ষিণ কোরিয়া সীমান্তে সেনা মোতায়েন জোরদার করার এবং নতুন নতুন অস্ত্র মোতায়েন করার হুঙ্কার ছাড়ে।

উত্তর কোরিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে দেশটির রাষ্ট্রায়াত্ত সংবাদ সংস্থা কেসিএন জানায়, তারা দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে চুক্তির অধীনে বন্ধ রাখা সব ধরনের সামরিক পদক্ষেপ পুনরায় চালু করবে। বিবৃতিতে বলা হয়, এখন থেকে আমাদের সামরিক বাহিনী আর কখনো 'সেপ্টেম্বর ১৯ উত্তর-দক্ষিণ সামরিক চুক্তির' প্রতি দায়বদ্ধ থাকবে না। দুই দেশের সীমান্তে একতরফা কোনো সংঘাতের ঝুঁকি কমাতে ঐ চুক্তি হয়েছিল। বিবৃতিতে আরো বলা হয়, আমরা স্থল, সমুদ্র ও আকাশসহ সকল ক্ষেত্রে সামরিক উত্তেজনা ও সংঘাত প্রতিরোধের জন্য গৃহীত সামরিক পদক্ষেপ প্রত্যাহার করব এবং সামরিক সীমানা রেখা বরাবর এই অঞ্চলে আরো শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী এবং নতুন ধরনের সামরিক অস্ত্র মোতায়েন করব।

প্রথম নজর

বাড়ি ভাঙতে এসে বাধার মুখে পুরকর্মীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: শুক্রবার সকালে হাওড়া লিলুয়ায় আদালতের নির্দেশে বেআইনি বাড়ি ভাঙতে এসে পুলিশ প্রশাসন এবং বালি পৌরসভার আধিকারিকরা সেখানকার আবাসিকদের বাধার মুখে পড়েন। এই নিয়ে শুক্রবার উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। বৃহস্পতিবার মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নির্দেশ দেন লিলুয়ার রবীন্দ্র সরণীর ধীরেন্দ্র অ্যাপার্টমেন্টের অবৈধ অংশ ভেঙে ফেলার। সেইমতন শুক্রবার বেলা এগারোটা থেকে সেই কাজ শুরু হবার কথা থাকলেও শুরু হয়নি ভাঙার কাজ। যদিও বৃহস্পতিবার বালি পৌরসভার পক্ষ থেকে আবাসনে নোটিশ দেওয়া হয়। নোটিশে উল্লেখ ছিল সকাল নটার মধ্যে সমস্ত আবাসিকরা যেন আবাসন খালি করে দেন। এর পাশাপাশি বৃহস্পতিবার লিলুয়া থানার পক্ষ থেকেও একই নোটিশ দেওয়া হয়েছিল আবাসনের প্রত্যেক আবাসিককে। জানা গেছে, আবাসিকদের পক্ষের আইনজীবীও আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন সম্পূর্ণ ঘটনার বিবেচনার আর্জি নিয়ে।

ইংলিশ বাজার পৌরসভার কার্নিভাল

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মালদা শহরের বৃন্দাবনি ময়দানে ইংলিশ বাজার পৌরসভার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হবে কার্নিভাল। শুক্রবার তার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন ইংলিশ বাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ন চৌধুরী। এছাড়াও ইংলিশ বাজার থানার পুলিশ আধিকারিক এবং দমকল কর্তারা উপস্থিত ছিলেন। জানা গেছে ইংলিশ বাজার পৌরসভার উদ্যোগে আগামী ২৫শে ডিসেম্বর থেকে পয়লা জানুয়ারি পর্যন্ত বৃন্দাবনি ময়দানে অনুষ্ঠিত হবে কার্নিভাল। কলকাতা মুম্বাই সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিল্পীরা অংশ নিবেন। তারই প্রস্তুতি খতিয়ে দেখা হল জানান চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী।এই বিষয়ে ইংলিশবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান বলেন ৫ তারিখ থেকে ১ডিসেম্বর পর্যন্ত কার্নিভাল অনুষ্ঠান হবে।প্রত্যেকটা মানুষের শেষে এই দিনগুলোই হৃদয় ওই করবে। তারই প্রস্তুতি আজ ক্ষতি দেখা হলো কি কি ব্যবস্থা থাকবে এই মাঠে তা নিয়ে প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে।

শান্তিনিকেতনের গ্রামে সাত বছর ধরে বন্ধ শিশু শিক্ষা কেন্দ্র

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: শিশু শিক্ষা কেন্দ্র আছে কিন্তু শিশুরা নেই। নেই তাদের পড়াশোনা কারণ বর্তমানে শিশু শিক্ষা কেন্দ্র বন্ধ হয়ে রয়েছে। ঝুলছে গেটে তালা। এই শিশু শিক্ষা কেন্দ্রটি বোলপুরের শান্তিনিকেতন থানার অন্তর্গত তমশুল ডাঙ্গা আদিবাসী পাড়ায় তমশুল ডাঙ্গা শিশু শিক্ষা কেন্দ্রটি রয়েছে। এই তমশুল ডাঙ্গা শিশু শিক্ষা কেন্দ্রটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২০১৩ সালে। এই শিশু শিক্ষা কেন্দ্রটি প্রায় দু বছর চলার পরেই বন্ধ হয়ে যায় শিশু শিক্ষা কেন্দ্রটি। কিন্তু প্রশাসনে নেই কোন নজর নেই কোন হেলদোল। তমসশুল ডাঙ্গার আদিবাসী মহিলা থেকে পুরুষরা শুরু করে সকলে মিলে বারবার প্রশাসনকে জানিয়েও কোন কাজ হয়নি কিন্তু আদিবাসী পাড়ায় অভিযোগ, আমরা চাই এই শিশুশিক্ষা কেন্দ্রটি পুনরায় আবার খোলা হোক। তাহলে আমাদের পাড়ায় যে শিশুরা রয়েছে তারা হবে না পড়াশোনা থেকে বঞ্চিত। তনুশুল ডাঙ্গা মহিলা থেকে পুরুষরা শুরু করে আমাদের ক্যামেরা দেখতেই অভিযোগ শুরু করে যে প্রায় এই শিশু শিক্ষা কেন্দ্রটি বিগত সাত থেকে আট বছর হল বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। প্রশাসনের খোলার কোন নাম গন্ধই নেই। তাই আপনাদের কাছে অনুরোধ, যদি এই শিশু শিক্ষা কেন্দ্রটি পুনরায় আবার চালু হয় তাহলে আমরা খুব খুশি হব। পরবর্তীকালে বিডিওর কাছে গেলে বিডিও সাহেব বলেন আমরা দেখছি বিষয়টা নজরে আনার চেষ্টা করছি। পাশাপাশি বলা যেতে পারে শিশুদের নুন্যতম অধিকার হল শিক্ষা। কিন্তু সেই শিশু শিক্ষা কেন্দ্রই বছরের পর বছর হয়ে পরে থাকায় এখন সমস্যায় পড়েছে শান্তিনিকেতন থানার অন্তর্গত তমশুল ডাঙার এলাকার আদিবাসী পড়ুয়ারা।

চাকরির পথ দেখাচ্ছে নাবার্ড হস্ত শিল্পোৎসব

এম মেহেদী সানি ● কলকাতা

আপনজন: দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারিত প্রত্যেকটি সামগ্রীর সঙ্গে বিজ্ঞান এবং আধুনিক প্রযুক্তির ছোঁয়া থাকলেও বর্তমান সময়ে হস্তশিল্পের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। আর সেই হস্তশিল্পীদের তৈরি সামগ্রী উৎপাদন এবং বিক্রয়ের দিশা দেখানোর পাশাপাশি ক্রেতা ও কারিগরদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শুরু হয়েছে নাবার্ড হস্ত শিল্পোৎসব ২০২৩ । কলকাতা নিউ টাউন মেলা প্রাঙ্গণে নাবার্ড-এর আঞ্চলিক কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে এই মেলা চলবে ২রা ডিসেম্বর পর্যন্ত। দেশের ২৪টি রাজ্যের এবং বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর হাতে তৈরি হওয়া হস্তশিল্পের সম্ভার রয়েছে এই মেলায় । পশ্চিমবঙ্গের জিআই পণ্য প্রদর্শনের জন্য একটি 'জিআই প্যাভিলিয়ন' তৈরি করা হয়েছে । কিভাবে বাংলার শিল্পকলা দেশ ছাড়িয়ে বিদেশের বাজারে চাহিদা অর্জন করতে পারে তা নিয়ে নানা বার্তা দিলেন নাবার্ড হস্তশিল্প উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আসা ব্যক্তিত্বরা। ব্যবসার উন্নতিতে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি তা নিয়ে বার্তা দেন বিভিন্ন ব্যাংকের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা । মেলার উদ্বোধন করেন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার আঞ্চলিক পরিচালক আর কেসাভান । উপস্থিত ছিলেন নাবার্ড ডাব্লিউবিআরও-এর সিজিএম উষা রশেম, এসআইডিবিআই-এর সিজিএম অরুপ কুমার, নাবার্ড আঞ্চলিক কার্যালয়ের জেনারেল ম্যানেজার দ্বীপমালা ঘোষ, কোল ইন্ডিয়া সিভিও বি কে ত্রিপাঠী, নাবার্ড জিএম পার্থ মন্ডল, নাবার্ড বিআইআরডি-এর জিএম অরবিন্দ কুমার সরকার প্রমুখ। শুক্রবার মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সিনিয়র ব্যাঙ্কার, বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, আরআরবি সহ সমবায় ব্যাঙ্কগুলিও উপস্থিত ছিলেন, যাতে কারিগরদের উৎপাদন বাড়াতে উৎসাহিত করা যায় । মেলার বিভিন্ন স্টলগুলি থেকে ন্যায্য মূল্যে হস্তশিল্পের বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী বিক্রয় হচ্ছে।

ফিলিস্তিনের পক্ষে ও ইসরাইলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা ঢোলায়

সাবির আহমেদ ● ঢোলাহাট

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঢোলাহাটে বিভিন্ন মুসলিম সংগঠনের উদ্যোগে শুক্রবার দুপুর ২ টো থেকে ফিলিস্তিনের পক্ষে ও ইসরাইলের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ সভা আহ্বান করা হয়।সভাতে এলাকার মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।বিভিন্ন সংগঠনের অনেক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন মাওলানা আবুল বাসার কাসেমী, মুফতি মোস্তাক আহমেদ,মাওলানা সাঈদ আহমাদ, মাওলানা সাইফুদ্দিন,মাওলানা নুরুল্লাহ, মাওলানা জাইদুল ইসলাম প্রমুখ। বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে ইসরাইলের বিরুদ্ধে তীব্র সুর চড়ান। সেই সাথেই

ইসরাইলের ফিলিস্তিনের ভূমিতে অবৈধ দখলদারির ইতিহাস তুলে ধরেন। সকল প্রকার ইসরাইলের পন্য ব্যবহার বয়কট করার জন্য উপস্থিত জনগণকে সচেতন করেন। বর্জন করতে হবে এমন সব ইসরাইলের পন্যের ছবিসহ লিফলেট বিতরণ করেন। বিকল্প হিসেবে দেশীয় পণ্য ব্যবহারে উৎসাহিত করা হয়। পরিশেষে ফিলিস্তিনের মানুষদের জন্য দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি হয়।

মেয়েদের আঙুলের ছাপ নিয়ে ঋণ প্রতারণা করার অভিযোগ ঋণ সংস্থার কর্মীর বিরুদ্ধে

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: গ্রামের মহিলাদের ভুল বুঝিয়ে আধার কার্ডের মাধ্যমে হাতের আঙুলের ছাপ নিয়ে লোনের টাকা তুলে নেওয়ার অভিযোগে এক বেসরকারি ঋণ প্রদানকারী সংস্থার কর্মীকে আটকে রেখে বিক্ষোভ গ্রাহকদের।ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গাংনদীয়া গ্রামে।
জানা গিয়েছে, ভারত ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন লিমিটেড যার পূর্বে নাম ছিল এস কে এস মাইক্রোফাইন্যান্স লিমিটেড।এই বেসরকারি ঋণ প্রদানকারী সংস্থা গ্রামে গ্রামে গিয়ে দল করে মহিলাদের ঋণ প্রদান করে থাকেন। অভিযোগ,গ্রামের মহিলারা কোন ঋণই পাননি কিন্তু সংস্থা থেকে বারবার ঋণের কিস্তি চাইতে বাড়িতে লোক চলে আসছে।সংস্থার লোকেরা ঋণ পরিশোধ করে দেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছে।এদিন ঋণের কিস্তির টাকা চাইবার জন্য গ্রামে গিয়ে ওই সংস্থার এক কর্মী ক্রমাগত স্থানীয় মহিলাদের চাপ দিতে শুরু করেন।এরপরই ওই গ্রামের লোকেরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওই ঋণ প্রদানকারী সংস্থার প্রতিনিধিকে আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন।তাদের দাবি অবিলম্বে ওই মাইক্রো ফাইন্যান্স সংস্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী এলাকায় এসে এই সমস্যার সমাধান না করলে তারা

তাকে ছাড়বেন না। তাদের আরো অভিযোগ,গ্রাহকদের ঋণ পরিশোধ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তাদের একাউন্টে ঋণ বকেয়া দেখাচ্ছে। অন্য কোন সংস্থায় ঋণ নিতে গেলে তারা ঋণ পাচ্ছেন না।সেই লোনের টাকা পরিশোধ না হলে তারা কোন সংস্থার কাছে লোন পাবেন না। সংস্থার টোল ফ্রি নাম্বারে একাধিকবার অভিযোগ জানিয়েও কোনো সমাধান হচ্ছে না।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে ভালুকায় এক সময় ওই বেসরকারি ঋণ প্রদান সংস্থার অফিসটি ছিল।বর্তমানে তুলসীহাটাতে রয়েছে। সেই অফিসের অধীনের কর্মীরা পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে গ্রামের মহিলাদের দলভিত্তিক লোন প্রদান করেন।কয়েক মাস আগে এই সংস্থারই এক কর্মী শিবা রায় গাংনদীয়া গ্রামে এসে বেশ কয়েকজন মহিলার আঙুলের ছাপ নিয়ে নেন।জানান যে তাদের বড় অংকের ঋণ করে দেবেন।কিন্তু কোন মহিলাই ঋণ পাননি।তারপরে তিনি ওই এলাকা থেকে ট্রান্সফার হয়ে অন্য জায়গায় চলে যান। এরপরই ওই মহিলাদের কাছে সংস্থার কর্মীরা এসে বারবার ঋণ পরিশোধ করার জন্য কিস্তি দেওয়ার চাপ দিতে থাকে। এদিন ওই সংস্থার এক কর্মী বিকি নুনিয়া নামে এক যুবক ওই গ্রামে এসে অবিলম্বে মহিলাদের ঋণ পরিশোধ করার জন্য চাপ দেন এবং সেই টাকা অতিসত্বর পরিশোধ করতে বলেন।এরপরই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন ওই গ্রামের সাধারণ মানুষ। তাদের দাবি তাদের বাড়ির স্ত্রীরা কেউই কোন প্রকার লোন নেননি। এর আগে যেগুলো লোন নেওয়া হয়েছিল সেগুলো শোধ হয়ে গিয়েছে।তাহলে নতুন করে আবার লোনের জন্য কিস্তি চাওয়া কেন। এরপরই স্থানীয় বাসিন্দারা ওই মাইক্রো ফাইন্যান্সের কর্মীকে আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। তাদের দাবি সংস্থার কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে গ্রামে এসে এই ব্যাপারে মিটমাট না করলে তারা এই কর্মীকে ছাড়বেন না।ঘটনার জেরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন ব্রাঞ্চ ম্যানেজার। গ্রামবাসীরা ম্যানেজারের কাছ থেকে মুচলেকা লেখে তবে ওই কর্মীকে ছাড়েন। সাজো বিবি নামে এক মহিলা জানান,ওই সংস্থার শিবা রায় নামে এক কর্মী তার আধার কার্ডের মাধ্যমে হাতের আঙুলের ছাপ নিয়ে ৭২ হাজার টাকা তুলে নিয়েছে।সে অন্য কোন সংস্থায় আর লোন পাচ্ছেন না।শিবা রায় আর এই এলাকায় আসছে না। রুই খাতুন নামে এক মহিলা জানান, তাকেও ভুল বুঝিয়ে তার হাতের আঙুলের ছাপ নিয়ে ৫১ হাজার টাকা তুলে নিয়েছে ওই সংস্থার কর্মী শিবা রায়। কোম্পানিকে বারবার করে অভিযোগ জানালেও কোনো সমাধান হচ্ছে না। আটকে রাখা ওই সংস্থার কর্মী বিকি নুনিয়া জানান, এই এলাকায় তার মাত্র দুই মাস হয়েছে।এই ব্যাপারে তিনি কিছুই জানেন না। অফিসে অভিযোগ জানালে তার সমাধান কোম্পানি করে দেবেন।

ফোনে ব্যস্ত থাকেন শিক্ষক, স্কুলে তালা দিয়ে বিক্ষোভ অভিভাবকদের

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: দীর্ঘ পুজোর ছুটি কাটালেও রেশ কাটেনি শিক্ষকদের, সর্বক্ষণ মোবাইলে ব্যস্ত থাকার কারণে দুই শিক্ষককে আটকে রেখে বিদ্যালয়ের দরজায় তালা মেরে বিক্ষোভ দেখালেন অভিভাবকরা। যদিও এই ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে নদীয়ার বাবলা পঞ্চায়েতের প্রমোদনগর গোবিন্দপুর প্রথম দাস গুপ্ত স্মৃতি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।অভিভাবক পল্লবী শিকদার অভিযোগ,এই প্রাথমিক বিদ্যালয় ৩ জন শিক্ষা কর্মী রয়েছেন, তারা অনিয়মিতভাবে স্কুলে আসেন। স্কুলে হয় না রীতিমতো প্রার্থনা,মিড ডে মিলে দেওয়া হয় আলু সেদ্ধ ভাত, এবং ডাল।পুষ্টিকর খাবার শিশুদেরকে দেওয়া হয় না। যদিও আরোও বিস্ফোরক অভিযোগ তুলছেন অভিভাবকরা। তাদের অভিযোগ, স্কুলের শিক্ষকরা ছোট ছোট বাচ্চাদের দিয়ে ক্লাস না করিয়ে শিক্ষকদের গা-হাত পা টেপানো, মাথার উকুন বাঁচানোর মতো কাজ করানো হয়, এবং স্কুলে একটি ঘরের মধ্যে চলে ক্লাস ওয়ান থেকে ফোর পর্যন্ত ক্লাস। ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে স্কুল পরিষ্কার করানো হয়

প্রতিনিয়ত,এই সমস্ত অভিযোগ তুলে শুক্রবার স্কুলে শিক্ষকরা এলে তাদেরকে তালা বন্ধ করে আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে এলাকাবাসী সহ অভিভাবকরা। তৎক্ষণাৎ এলাকায় ছুটে আসে প্রধান শিক্ষিকার সন্তান এবং এসে এলাকাবাসীকে রীতিমতো হুমকি দেখাতে শুরু করে,পরবর্তীতে এলাকাবাসী গর্জে উঠলে স্কুল চত্বর ছেলে পালিয়ে যায় প্রধান শিক্ষিকার ছেলে। তবে স্কুলের পরিকাঠামোর অভাব স্বীকার করে নিয়েছেন স্কুলের অন্যান্য শিক্ষক সহ এলাকার জনপ্রতিনিধি।স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য স্বীকার করেছেন স্কুলের এই অচলাবস্থার কথা। যদিও পরবর্তীতে শান্তিপুর থানার পুলিশ স্কুল চত্বরে উপস্থিত হলে পুলিশের আশ্বাসে বিক্ষোভ তুলে নেন এলাকাবাসী। তবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন উন্নয়নের জন্য এত কার্যক্রম করছেন এখানে শান্তিপুরের গোবিন্দপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এরকম অচলাবস্থার চিত্র সত্যি ভাবাচ্ছে শিক্ষার অগ্রগতিকে। তবে অভিভাবকসহ এলাকাবাসীর তোলা অভিযোগ অস্বীকার করে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা কৃষ্ণা দত্ত ফোনের কথোপকথনে জানিয়েছেন, সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ তোলা হচ্ছে,তার বিদ্যালয়ে প্রতিদিনই নিয়মিত পঠন পাঠন হয়। বিদ্যালয়ে ৬১ জন ছাত্রছাত্রীই প্রতিদিনের মিড ডে মিলের খাবার পায়।তবে সব দিন পুষ্টিকর খাবার দেওয়া হয় না বলে জানিয়েছেন শিক্ষিকা।

সেহারাবাজারে উমুমি ইজতেমার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে জোরকদমে

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: পূর্ব বর্ধমানের সেহারাবাজারে হতে চলেছে বিশাল বড় ইজতেমা।যার চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে সেহারাবাজার রহমানিয়া আল আমিন মিশন সংলগ্ন ক্যাম্পাসে । ইজতেমাটি হবে২৯,৩০,৩১ ডিসেম্বর । পূর্ব বর্ধমান জেলার উমুমি এস্তেমা নামে পরিচিত। এর মানে সাধারণ মানুষের জন সমাবেশ। ৩০ থেকে ৫০ হাজার লোক প্রতিদিন অবস্থান করবেন । শেষ দিন কয়েক লক্ষ লোকের সমাগম হবে। খণ্ডঘোষের কেশবপুর হালকার দায়িত্বে এই ইজতেমা পরিচালিত হবে । জোর কদমে চলছে প্যান্ডেলের কাজ ।পশ্চিম বঙ্গের সবচেয়ে বড় প্যান্ডেল ব্যবসায়ী সংস্থার তত্ত্বাবধানে কাজ শুরু হয়েছে। মাইক ব্যবসায়ী শ্রুতি এর ব্যবস্থাপনায় থাকছে । মূল ব্যবস্থাপনায় থাকছেন সেহারাবাজার রহমানিয়া ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সম্পাদক হাজী কুতুব উদ্দিন। তিনি বলেন এই ইজতেমার উদ্দেশ্য হচ্ছে মৃত্যুর পর যে জীবন আছে সেই জীবনকে সুখময় করতে হবে । কুতুব উদ্দিন সাহেব আরো বলেন এখান থেকে এমন শিক্ষা দেয়া হবে

আমাদের ব্যক্তিগত জীবন ,আমাদের পারিবারিক জীবন ,আমাদের লেনদেনের জীবন , আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবন এবং অন্যান্য ধর্মের মানুষের সঙ্গে কিভাবে সহ অবস্থান করে জীবন জীবিকা নির্বাহ করা যাবে তার বার্তা দেওয়া হবে । আমরা ঈমানদারির সঙ্গে এই দুনিয়াতে কিভাবে ভাল থাকব সেই সম্বন্ধে বিশদ আলো- আলোচনা করা হবে। দিল্লির নিজাম উদ্দিন মারকাজের মুরব্বীরা এই এস্তেমায় অংশগ্রহণ করতে পারেন। বিশ্ব আমির তথা দিল্লির নিজামুদ্দিনের মাওলানা সাদ সাহেবের তত্ত্বাবধানে সারা বিশ্বব্যাপী দিনের খিদমতের জন্য যে তবলিগের কাজ চলছে সেই কাজকে আরো ভালো ভাবে করার জন্য এই জনসমাবেশ । বিশাল এই কর্মযজ্ঞে বহু মানুষ হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন। স্থানীয় প্রশাসন ,পঞ্চায়েত সমিতি ও ব্লক নেতৃত্ব তারাও বিভিন্নভাবে সাহায্য এবং সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন। পূর্ব বর্ধমানের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু মানুষ এতে অংশগ্রহণ করবেন তারই চূড়ান্ত প্রস্তুতি চলছে সেহারাবাজারে। সেহারাবাজার রহমানিয়া আল আমিন মিশন সংলগ্ন এলাকায় ক্যান্টিন থেকে শুরু করে অন্যান্য কাজ শুরু হয়ে গেছে। রানাঘাটের প্যান্ডেল প্রস্তুতকারী সংস্থা প্যান্ডেল তৈরির উদ্দেশ্যে দিনরাত কাজ শুরু করে দিয়েছেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

নানা দাবিতে কংগ্রেসের ডেপুটেশন

আসিফ রনি ● নবগ্রাম

আপনজন: একাধিক দাবিতে নবগ্রামের বিডিও কে ডেপুটিশন জাতীয় কংগ্রেসের। দাবি বাস্তবায়ন না হলে বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি। জানা যায় মুর্শিদাবাদের নবগ্রাম ব্লক কংগ্রেসের উদ্যোগে একাধিক দাবি নিয়ে নবগ্রামের বিডিওকে এক ডেপুটেশন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। শুক্রবার বৈকালে বিডিও অফিসের সামনে সভা করে বিডিও কে ডেপুটেশন দিলেন নবগ্রাম ব্লক কংগ্রেস কমিটি। দলীয় সূত্রে খবর - রেশন ব্যবস্থার স্বচ্ছতা, স্বচ্ছতার সহিত চাষীদের ধান ক্রয়ের ব্যবস্থা, মিনিকেট প্রদানে নিরপেক্ষতা, পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতার গুরুত্ব প্রদান সহ একাধিক দাবি নিয়ে এদিন ডেপুটেশন দেওয়া হয়। তবে ব্লক কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে সাত দিনের মধ্যে যদি তাদের এই দাবি বাস্তবায়ন করা না হয় তবে আরও বড়সড় আন্দোলনের পথে হাঁটবেন বলেই হুঁশিয়ার দিয়েছেন তারা। উপস্থিত ছিলেন নবগ্রাম (পুর্ব) ব্লক কংগ্রেস এর সভাপতি ধীরেন্দ্র নাথ যাদব, পশ্চিম ব্লক কংগ্রেস এর সভাপতি মির বাদাম আলী,ব্লক সাধারণ সম্পাদক আজিম সেখ সহ কংগ্রেসের স্থানীয় নেতৃত্ব ও কর্মী সমর্থকগণ।

৩ বাংলাদেশি যুবক গ্রেফতার

সারিউল ইসলাম● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: তিন বাংলাদেশি যুবককে গ্রেপ্তার করল রানিতলা থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কামারপাড়া এলাকায় পৌঁছায় এবং সেখানে তিনজন সন্দেহভাজন যুবককে আটক করে। তাদের তল্লাশি করতেই তাদের পকেটে থাকা ফোনে বাংলাদেশী সিম কার্ড পাওয়া যায়। গ্রেপ্তার করা হয় ওই তিন যুবককে। ধৃতদের নাম মোঃ মেরাজ হোসেন (১৮), শেখ জামিম (১৯), নুর আলম (২০), তাদের প্রত্যেকের বাড়ি বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার আষিড়াদহ চর টেকপাড়ায়। খড়িবোনা ঘাট পেরিয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে অনুপ্রবেশ করেছিল তারা।
ধৃতদের কাছে কোন বৈধ কাগজপত্র ছিল না, তাই তাদের বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাতেই রানিতলা থানার পুলিশ গ্রেফতার করে। শুক্রবার ধৃত তিন যুবককে লালবাগ মহকুমা আদালতে তোলা হলে পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়।

রেল লাইনের ধার থেকে দেহ উদ্ধার যুবকের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: রেল লাইনের ধার থেকে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার। শুক্রবার সকাল সকাল ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছে মুর্শিদাবাদের সামসেরগঞ্জ থানার বাসুদেবপুর রেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকায়। মৃত ওই যুবকের নাম পরিচয় জানা যায়নি। কিভাবে যুবকের মৃত্যু হয়েছে তা এখনো স্পষ্ট নয়। রেললাইনের ধারে যুবকের মৃত্যু ঘিরে শোরগোল সৃষ্টি হয় এলাকায়। মৃতদেহ দেখতে পেয়ে কার্যত ভিড় জমান স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর দেওয়া হয় রেল পুলিশ ও সামসেরগঞ্জ থানার পুলিশকে। পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সরকারি ওষুধ পাচারের অভিযোগ

জয়প্রকাশ কুইরি ● পুরুলিয়া

আপনজন: স্বাস্থ্য পরিষেবাকে কিভাবে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া তা নিয়ে যখন রাজ্য সরকার নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।ঠিক তখনই পুরুলিয়ার বাঘমুন্ডি ব্লকের কড়েং প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে শুক্রবার সাত সকালেই ওই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রাক্তন কর্মচারী সরকারি ওষুধ পাচার করতে গিয়ে হাতে নাতে ধরা পড়লেন এলাকাবাসীদের কাছে।ঘটনার খবর জানাজানি হতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বাঘমুন্ডি থানার পুলিশ। যদিও পরে ঘটনা স্বাভাবিক হয়। এবিষয়ে কড়েং গ্রামের বাসিন্দা বিজয় মণ্ডল, রামচাঁদ মাহাতো,রমানাথ মাহাতো,বিষ্ণু মাহাতো সহ তৃণমুল কংগ্রেসের ব্লক কমিটির সদস্য রাজু অমৃত প্রমুখরা জানান ,দীর্ঘ দিন ধরে এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ওষুধ পাচার হচ্ছে কিন্তু কেউ কোন ভাবে ধরতে পারে নি এতদিন। তবে এদিন গ্রামের বেশ কয়েকজন পাহারা দিয়ে আজকে ওই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রাক্তন কর্মচারীকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন

এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঘমুন্ডি থানায় খবর দেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছালে উত্তেজনা স্বাভাবিক হয়। এলাকাবাসীদের দাবি এই প্রত্যন্ত এলাকায় একটি মাত্র স্বাস্থ্য কেন্দ্র কিন্তু এইভাবে ওষুধ পাচার হওয়ার কারণে এলাকার সাধারণ মানুষ ওষুধি পরিষেবা পাচ্ছেন না। ফলে যেকোন ধরণের ওষুধ বেসরকারি ওষুধ দোকানে কিনতে হচ্ছে। যার জেরে প্রচন্ড সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। বিষয়টি নিয়ে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ড: শুভাশিস বক্সি জানান, আমি ছুটিতে আছি,বিষয়টি আমার জানা নেই। আমি খোঁজ নিয়ে দেখছি। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে এলাকা জুড়ে।

প্রথম নজর

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শালী নদী পারাপার করতে হচ্ছে মানুষদের

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শালী নদী পারাপার করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষদের , উদাসীন প্রশাসন দ্রুত সমস্যার সমাধান করা হবে জানালেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ।

সোনামুখী ব্লকের পিয়ারবেড়া পঞ্চায়েতের বরচাতরা গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে শালী নদী । গত বর্ষায় নদীতে জলস্তর বৃদ্ধি পায় ফলে যাতায়াতের রাস্তা নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে ।

এলাকার সাধারণ মানুষদের উদ্যোগে এই মুহূর্তে নদী পারাপারের জন্য কোন রকমে সুবন্দোবস্ত করা হয়েছে আর সেখান দিয়েই একপ্রকার জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পারাপার করতে হচ্ছে বরচাতরা সহ ২৫ থেকে ৩০ টি গ্রামের সাধারণ মানুষদের ।

তাদের দাবি , বর্ষাকালে যখন নদী পরিপূর্ণ থাকে সোনামুখী হাসপাতাল কিংবা বাঁকুড়ায় রোগী নিয়ে যেতে হলে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার ঘুর পথে যেতে হয় পাশাপাশি সমস্যা পড়তে হয় স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের । তারা আরও দাবি করেন প্রশাসনকে বহুবার জানানো হয়েছে এই সমস্যার কথা কিন্তু শুধুই মিলেছে আশ্বাস কাজের কাজ কিছুই হয়নি । দ্রুত শালী নদীর উপর একটি কংক্রিটের সেতু তৈরি করা হোক যাতে করে আগামী দিনে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাদেরকে পারাপার করতে না হয় ।

মানিক ঘোষ নামে এক স্থানীয় বাসিন্দা জানান , জন্ম থেকেই এই সমস্যা দেখে আসছি প্রশাসনকে অনেকবার জানানো হয়েছে কবে সমস্যার সমাধান হয় সেদিকেই আমরা তাকিয়ে রয়েছি ।

এ বিষয়ে সোনামুখী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কুশল বন্দ্যোপাধ্যায় ওই এলাকার সাধারণ মানুষদের সমস্যার কথা স্বীকার করে নেন এবং সাংবাদিকদের বলেন এই সমস্যা দ্রুত সমাধান করা হবে ।

শিক্ষক বদলি রুখতে দুটি স্কুলে ছাত্র-বিক্ষোভ

নকীব উদ্দিন গাজী ● রায়দিঘি

আপনজন: শিক্ষক বদলি হওয়াতে রায়দিঘীর কৌতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের কাশিনগর নিম্ন বুনিয়াদী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কৌতলা প্রাথমিক বিদ্যালয় বিক্ষোভ ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবক অভিভাবিকাদের।

ঘটনায় জেরে চাঞ্চল্য এলাকায়। জানা যায়, কৌতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক কুলতলির একটি স্কুলে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বভারের নির্দেশ পান। এই খবর স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবক অভিভাবিকারা জানতে পারলে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক যাতে অন্য স্কুলে না যান এরই দাবিতে স্কুলের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন।

অন্যদিকে কাশিনগর নিম্ন বুনিয়াদী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একই সাথে ৬ জন শিক্ষক বদলি হওয়াতে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে অভিভাবক অভিভাবিকারা।

তাদের দাবি, কাশিনগর নিম্ন বুনিয়াদী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৩ শতাধিকের বেশি ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে যেখানে ৮ জন শিক্ষক শিক্ষিকা ছিলেন কিন্তু ৬ জন শিক্ষক শিক্ষিকা বদলি হওয়াতে শুক্রবার সকাল থেকেই ফুলের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন অভিভাবক অভিভাবী কারা। বিক্ষোভকারীদের দাবি স্কুলে এত সংখ্যক ছাত্রছাত্রী তারপর ৬ জন শিক্ষক বদলি নিয়ে চলে গেলে স্কুলে পঠন পাঠনে সমস্যা তৈরি হবে। তাই শিক্ষক শিক্ষিকাদের বদলি রুখতে স্কুলের সামনে বিক্ষোভে সামিল অভিভাবক অভিভাবিকারা।

দলুয়াখাকিতে ত্রাণ নিয়ে গেল মহিলা সংগঠন

মোমিন আলি লস্কর ● জয়নগর

আপনজন: তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চলের অঞ্চল সভাপতি ও সদস্য সাইফুদ্দিন লস্কর খুন হওয়ার পর দলুয়াখাকী গ্রামে লস্কর পাড়ায় দুষ্কৃতকারীরা লুটপাট এবং অগ্নিসংযোগের মানুষের ঘর বাড়ি পুড়িয়ে দেয়। ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়াতে সেখানে হাজির হলেন গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সায়ন ব্যানার্জি। পুলিশি বাধার বিরুদ্ধে হাইকোর্টের শরণাপন্ন হলে লকাতা হাইকোর্ট মাত্র পাঁচজনকে নিয়ে গ্রামে ঢোকার অনুমতি দেয়। নিষেধ করা হয় অবাঞ্ছিত কথা বলা থেকে বিরত থাকতে।সেই রায়ের ভিত্তিতে ৫ জন প্রতিনিধি দলকে নিয়ে আইনজীবী সায়ন ব্যানার্জি গ্রামের মধ্যে ঢুকতে গেলে বাধা মুখে পড়েতে হয়।

আজ সারা ভারত গনত্যাক্তিত মহিলা সমিতির পক্ষ থেকে ৫ জন প্রতিনিধি দল দলুয়াখাকী গ্রামে লস্কর পাড়ায় দুপুরে পুলিশের কড়া নিরাপাত্তার মাধ্যমে প্রতিনিধি দল ত্রান নিয়ে প্রবেশ করেন এবং অসহায় মানুষের হাতে কিছু ত্রান সামগ্রী তুলে দিলেন ।উপস্থিত ছিলেন সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির রাজ্য সম্পাদিকা কনীনিকা ঘোষ, চন্দনা ভৌমিক, লিলু চক্রবর্তী,শুষমিতা মন্ডল সহ ৫ জন প্রতিনিধি দল।

মিড ডে মিল নিম্নমানের, স্কুলের গেটে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ

আজিম শেখ ● মল্লারপুর

আপনজন: সরকার নির্ধারিত সময়ে বিদ্যালয় না খোলা ,অনিয়মিত ক্লাস সহ নিম্নমানের মিড ডে মিল দেবার অভিযোগে শিক্ষক সহ অশিক্ষকদের কর্মীদের বিদ্যালয়ে আটকে রেখে মেন গেটে তালা দিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয়রা। ঘটনাটি বীরভূমের মল্লারপুর থানার গদাধরপুর বাজার জুনিয়ার হাইস্কুলের।

ঘটনাসুত্রে জানা যায় ৫ম থেকে ৮ম শ্রেনী ক্লাসের ৮৫জন ছাত্রছাত্রী রয়েছেন স্কুলে , অভিযোগ ছাত্রছাত্রীরা যথাযত সময়ে স্কুলে আসলেও স্কুলের গেট অনিয়মতি সময়ে খোলা হয় । কোনো দিন সকাল ১১ টা বা ১১টা৩০ স্কুল খোলা হয় । ঠিকঠাক ক্লাসও স্কুলে হয়না এমনকি অতি নিম্নমানের মিড ডে মিলের খাবার প্রদান করা হয় বিদ্যালয়ে । পাশাপাশি বিদ্যালয়ের ভিতরে জঞ্জালে ভর্তি যথাযত বিদ্যালয়ও পরিষ্কার করা হয় না। এমনকি স্কুলের ৩জন শিক্ষাকর্মী ও ১জন অশিক্ষক কর্মীও সময় মতো স্কুলে আসা যাওয়া করেন না ।

স্থানীয়দের অবিভাবকদের আরও অভিযোগ স্কুলের ইনচার্জের থাকা দায়িত্বে ম্যাডামের সাথে অন্য শিক্ষকদের ইগোর লড়াই যার ফল পেতে হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের । এহেন নানান অভিযোগে বিষয়টি পূর্বে স্কুল ইন্সপেক্টরকে জানালেও তিনি কর্নপাত করেন নি বলে অভিযোগ।

ফলে বিক্ষুব্ধ অবিভাবকরা আজ সকাল ১২টা নাগাদ স্কুলের মেন গেটে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখায় । যদিও বিদ্যালয়ে ঘটনার সময় ইনচার্জের দায়িত্বে থাকা ম্যাডামের দেখা নেই অন্যদিকে ম্যাডাম স্কুলে আসবেন কি না সে বিষয়ে অন্য শিক্ষকদের কিছু জানা নেই বলে জানান । স্থানীয়দের দাবি বিডিওর উপস্থিতি দ্রুত এহেন অচলাবস্থার সুরাহা হোক স্কুলে নিয়ম মেনে পড়াশুনো হোক।

জলঙ্গির সিডিপিও অফিসে বিক্ষোভ আইসিডিএস কর্মীদের

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: একাধিক দাবিতে অফিসের শাটার নামিয়ে বিক্ষোভ।উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ছাড়াই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে চালু করা হয়েছে অ্যাপ বেসড হাজিরা ও আপডেট সিস্টেম। বেশিরভাগ কর্মীদের নেই সেই অ্যাপ চালানোর সঠিক জ্ঞান। আর সেই কারণে অ্যাপে স্কুল খোলার ঠিক ঠাক আপডেট না দিতে পারলে কেটে নেওয়া হচ্ছে সেইদিনের বিল।

কতৃপক্ষের বিরুদ্ধে এমনই অভিযোগ তুলে জলঙ্গি সিডিপিও অফিসে বিক্ষোভ দেখাল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আইসিডিএস কর্মী সমিতির জলঙ্গি ব্লকের আইসিডিএস কর্মীরা।

শুক্রবার দুপুর একটা থেকে সিডিপিও অফিসের শাটার নামিয়ে বিক্ষোভ দেখায় তারা। প্রায় ঘন্টা দেড়েক ধরে চলে সিডিপিও অফিসে অবস্থান বিক্ষোভ।তাদের দাবি , বেশিরভাগ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের নিজস্ব এন্ড্রয়েড মোবাইল নেই । সরকারের তরফ থেকে তাদের জন্য মোবাইল ফোন দেওয়ার কথা থাকলেও তা দেওয়া হয়নি। এদিকে যাদের মোবাইল আছে তারাও পোশান ট্র্যাকার নামের ওই অ্যাপ চালাতে সিদ্ধহস্ত নয়। আর সেই কারণেই কোনওদিন মোবাইলে রিচার্জ না থাকলে কিংবা অ্যাপে কোনও সমস্যা হলে সেইদিনের স্কুল খোলার কোনও আপডেট দিতে পারেনা। কিন্তু সিডিপিও ,সুপারভাইজারসহ অন্যান্য আধিকারিকরা ওই নির্দিষ্ট দিনে কেন্দ্র খোলা হয়েছে কি না ,সেটা যাচাই না করেই ওই দিনের বিল দিচ্ছেন না। অল্প মাইনের চাকরির টাকা দিয়েই ওই দিনের খাবারের খরচ মেটাতে গিয়ে সমস্যায় পড়েছেন তারা।

নাজমা আক্তার বানু নামের এক কর্মী বলেন , আমরা অক্টেবর মাসে সবক'টি দিন কেন্দ্র চালিয়েছি ,তা সত্ত্বেও অফিস বলছে কিছু কিছু কর্মী অক্টেবর মাসে কেন্দ্র বন্ধ রেখেছে। অফিসের তরফ থেকে সেন্টার ভিজিট না করেই শুধুমাত্র অ্যাপে ক্লোজড দেখানোর কারণে বিল কেটে নেওয়া হয়েছে। আমাদের দাবি ওই বিল কাটা যাবে না।আর বিল কাটতে হলে কতৃপক্ষ থেকে আগে আমাদের এন্ড্রয়েড মোবাইল দিতে হবে। এরপরে ওই মোবাইলে পোশান ট্র্যাকার অ্যাপ চালানোর প্রশিক্ষণ দিতে হবে তবেই কাটা যাবে ওই বিল। এই কারণেই আমরা বিক্ষোভ দেখিয়েছি।

যদিও জলঙ্গির সিডিপিও মানিক বিশ্বাস বলেন , সমস্ত কর্মীকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরেই চালু করা হয়েছে ওই সিস্টেম। আর অ্যাপে সেন্টার বন্ধ দেখালে সেদিনের বিল কাটা যাবে । আমরা কোনওভাবেই ওদের দাবি মেনে নেব না। আর এন্ড্রয়েড ফোনের জন্য আমাদের তরফ থেকে দপ্তরে জানানো হয়েছে। তারা আশ্বাস দিয়েছে তাড়াতাড়ি মোবাইল ফোনের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে।

দুঃস্থদের পাশে দাঁড়াতে পথচলা শুরু হল 'হিলফুল ফুজুলের'

মনজুর আলম গাজী ● মগরাহাট

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট থানা এলাকার আলেম-ওলামাদের তত্ত্বাবধানে একটা সংগঠনের পথ চলা শুরু হয়েছে যার নাম "হিলফুল ফুজুল"। এই সংগঠনের উদ্দেশ্য হল-গরিব অসহায় দুঃস্থ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তার প্রয়োজনমতো ব্যবস্থা করার চেষ্টা করা, শরীয়ত বিরোধী কাজকে বাধা দেওয়া, এবং শরীয়তের দিকে তাদেরকে আহ্বান করা। সমগ্র পৃথিবীর আলমের জন্য দোয়া করা বিশেষ করে মৃত ব্যক্তিদের জন্য মাসে একবার পড়াশোনা ও দোয়ার মজমা করা ও ইসলামিক অনুষ্ঠান করা, ক্বেরাতের প্রতিযোগিতা ও ক্বুরআন এর প্রতিযোগীতা করা ইত্যাদি। আগামী ২৮শে ডিসেম্বর ২০২৩ বৃহস্পতিবার কেরাত প্রতিযোগিতা হবে বলে জানান সংগঠনের সম্পাদক মারগুবুল ইসলাম। শুক্রবার সকালে সংগঠনের মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন হাফেজ তৈয়েবুল ইসলাম, আলহাজ্ব হাফেজ মাওলানা মুফতি জাকারিয়া,সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক- এইচ এম মারগুবুল ইসলাম,মাওলানা মাহমুদুল হাসান সহ সভাপতি হাফেজ মাওলানা মুফতি আহমদ বিন মাওলানা আব্দুল মোমিন সাহেব ও মাওলানা মুফতি হাবিবুল্লাহ সাহেব, সহ-সম্পাদক হাফেজ মাওলানা আহমাদুল্লাহ সাহেব ও ক্বারী ইয়ামিন , হাফেজ মফিজুল ইসলাম সাহেব, হাফেজ শামসুদ্দিন সাহেব,হাফেজ মাওলানা মুফতি যায়েদ সাহেব,হাফেজ মাওলানা শরিফ উদ্দিন পিয়াদা সাহেব,হাফেজ মুজাহিদ সাহেব,মাওলানা শামসুদ্দিন সাহেব, জনাব তকরিম সাহেব ও সাংবাদিক মঞ্জুর আলম সাহেব সহ আরো অনেকে।

স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা স্বামীর

সারিউল ইসলাম ● ভগবানগোলা

আপনজন: স্ত্রীর গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠলো স্বামীর বিরুদ্ধে। ঘটনায় চাঞ্চল্য মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলা থানার কূপকান্দি এলাকায়। স্থানীয় সূত্রের খবর, তিন সন্তান নিয়ে মাঞ্জুরা বিবি কূপকান্দির শ্বশুর বাড়িতে থাকতেন। বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের কারণে স্বামী সেলিম সেখ সেখানে থাকত না, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রায় ঝামেলা হতো।

শুক্রবার সেই ঝামেলা গড়ায় কেরোসিন ঢেলে আগুনে পুড়িয়ে খুনের চেষ্টা পর্যন্ত। গায়ে আগুন লাগার পর মাঞ্জুরা বিবির চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা এসে দেখে তার গায়ে আগুন জ্বলছে, তখনই স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে কানাপুকুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়, সেখান থেকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা স্বামী সেলিম শেখ, জা এবং আরেক যুবককে পোলে বেঁধে গনধোলাই দেয়। ঘটনার খবর পেয়ে ভগবানগোলা থানার পুলিশ তিনজনকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যায়।

মামূন ন্যাশনাল স্কুলে 'নলেজ অ্যান্ড স্কিল এক্সিবিশন' শো

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মেমারি

আপনজন: বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক মরহুম গোলাম আহমাদ মোর্তোজা সাহেব প্রতিষ্ঠিত মেমারির মামূন ন্যাশনাল স্কুল ইংলিশ মিডিয়াম এ ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁদের নিজেদের দক্ষতার পরিচয় দিয়ে 'নলেজ অ্যান্ড স্কিল এক্সিবিশন' শো প্রদর্শনী করে। অভিভাবক-অভিভাবিকরা তাদের বাচ্চাদের বিভিন্ন প্রদর্শনী দেখে অভিভূত হন এবং এই বিষয়ে তাঁরা এখানকার শিক্ষক-শিক্ষাকাদের ভূয়াসী প্রশংসা করেন। এই প্রদর্শনীতে অভিভাবক-অভিভাবিকরা ছাড়াও এলাকার বিশিষ্টরা অংশ নিয়ে তা উপভোগ করেন। প্রসঙ্গত, বিশিষ্ট গবেষক উল্লেখ্য যে মামূন ন্যাশনাল স্কুল ইংলিশ মিডিয়াম শাখা ২০২৪ থেকে পঞ্চম শ্রেণী থেকে ছাত্রদের জন্য আবাসিক ভাবে শুরু হচ্ছে। এই প্রদর্শনী শোতে উপস্থিত ছিলেন মামূন ন্যাশনাল স্কুল বয়েজ ক্যাম্পাসের সুপারিনটেনডেন্ট কাজী মোহাম্মদ তাসিন, বিশিষ্ট আলেম হাফেজ আব্দুল হামিদ প্রমুখ। এছাড়াও ছিলেন আরও অনেক বিশিষ্টজনেরা।

উল্লেখ্য, মামূন ন্যাশনাল স্কুলের মূল বয়েস ক্যাম্পাস বর্ধমানের মেমারিতে। এছাড়া, গার্লস শাখা রয়েছে পানাগড়ে। তবে, মেয়েদের ইংলিশ মিডিয়াম শাখটি রয়েছে হুগলির পাণ্ডুয়ায়। মামূন ন্যাশনাল স্কুল থেকে ছাত্রদের পাশাপাশি ছাত্রীরাও মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ভাল ফল করছে বলে জানান স্কুলের সম্পাদক কাজী মুহাম্মদ ইয়াসিন।

মেমারিতে ইনসাফ যাত্রার মিছিলে মীনাক্ষী

সেখ সামসুদ্দিন, ● মেমারি

আপনজন: ন্যায় বিচারের দাবিতে, প্রাপ্য অধিকার আদায়ের দাবিতে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন ৭ জানুয়ারি ব্রিগেড সমাবেশকে সামনে রেখে কোচবিহার থেকে কলকাতা ইনসাফ যাত্রা শুরু করে। সেই ইনসাফ যাত্রা আজ মেমারি শহরে প্রবেশ করে। মেমারি হাসপাতাল মোড়ে তাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে হরেকৃষ্ণ কোঙার, বিনয় কোঙার ও আব্দুল্লাহ রসুলের ছবিতে মাল্যদান করে এবং সিধু কানুর মূর্তির পাদদেশে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ দিয়ে মশাল জ্বালিয়ে পদযাত্রা শুরু করা হয়। ওখান থেকে বামুনপাড়া মোড়, নিউমার্কেট, স্টেশন বাজার, কৃষ্ণবাজার হয়ে চকদিঘী মোড়ে পদযাত্রার শেষে একটি সভা করা হয়। সভায় অন্যতম বক্তা ছিলেন ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের রাজ্য সম্পাদিকা মীনাক্ষী মুখার্জী। ইনসাফ যাত্রায় ও সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সভাপতিসহ জেলা নেতৃত্ব।

নিউজ কলকাতা'র উৎসব সংখ্যা প্রকাশ

কাজী হাফিজুল ● কলকাতা

আপনজন: সম্প্রতি সল্টলেক অন্য থিয়েটার হলে নিউজ কলকাতা পরিবার আয়োজিত উৎসব সংখ্যা প্রকাশ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল।অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিচারপতি তথা হিউম্যান রাইটস কমিশন র প্রাক্তন চেয়ারম্যান নারায়ণ চন্দ্র শীল,অভিনেতা দেবাশিষ মুখার্জি,কবি জয়দীপ রায় চৌধুরী,সম্পাদিকা প্রিয়া চট্টপার্ধায় প্রমুখ।এছাড়াও বাংলাদেশ থেকে উপস্থিত কবি ও বাচিক শিল্পী শিমুল পারভীন। বিচারপতি বলেন, "বাংলা সাহিত্য নিয়ে এখনো কিছু যুবক যুবতী বিশ্ব কাপ দিনেও বসে আছে,যা আমাকে মুগ্ধ করছে,বাংলা সংস্কৃতি আরও বিকাশ হোক"। শিমুল বলেন, এপার-ওপার বাংলা বলে কিছু নেই আমরা সব একই সংস্কৃতি মানুষ। আগামী দিনে পরিবারের পাশে থাকবো। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিদগ্ধ ব্যক্তিদের হাত দিয়ে প্রকাশ পায় নিউজ কলকাতা পরিবার'র দ্বিতীয় বর্ষের ৩সংখ্যা "উৎসব"। অনুষ্ঠানটিতে কবি জয়দীপ রায়চৌধুরী, কবি ও সমাজসেবী হাবিবুল আলমকে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। সম্পাদিকা প্রিয়া চট্টপার্ধায় বলেন, অনেক গুণী জ্ঞানী লেখনীর দ্বারা সম্পৃক্ত এই ম্যাগাজিন,আপনাদের সকলের সংগ্রহে রাখা দরকার। পরিবারের অন্যতম কর্ণধার সামসাদ বেগম বলেন, শুধু আমরা খবর পরিবেশন করিনা, সাহিত্য চর্চা, ম্যাগাজিন প্রকাশ, শিক্ষামূলক ভ্রমণ,সমাজসেবামূলক কাজ সারা বছর ধরে করে থাকি। আশাকরি আপনারাও আমাদের সাথে এইভাবে আগামীদিনে ও থাকবেন। এদিন বক্তৃতা, কবিতা পাঠ, আবৃত্তি, গান, নাচ, যন্ত্রসঙ্গীত বিবিধ বিষয়ে অনেক গুণী মানুষ প্রদর্শিত অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠেছিল। কলা কুশলীদের অনবদ্য প্রয়াস সকলের মনোরঞ্জন করে।বহু দূর দূরান্ত থেকে মানুষজন উপস্থিত ছিলেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন নিউজ কলকাতা পরিবারের সদস্য তথা আকাশবাণী উপস্থাপক হাসিম আব্দুল হালিম।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

কঙ্কাল উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য নন্দীগ্রামে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● তমলুক

আপনজন: নন্দীগ্রাম দু'নম্বর ব্লকের বিরুলিয়া গ্রামের কৃষিজমিতে কঙ্কাল উদ্ধার হয়

শুক্রবার,নন্দীগ্রামের বিরুলিয়ার মাঠে সকালে কয়েকজন কৃষক ধান কাটতে গিয়ে দেখেন এক ব্যক্তির চাদর পড়ে আছে,তাদের মধ্যে একজন ব্যক্তি ওই চাদর অনিল করের বলে সনাক্ত করেন। অনিল কর গত ২৬ অক্টোবর তারিখ থেকে নিখোঁজ ছিল বলে জানা যাই,সন্দেহবশত তারা এদিক ওদিক খোঁজাখুঁজি করতে থাকেন তারা ধানক্ষেতের মধ্যে একটি কঙ্কাল দেখতে পান।

ধান জমিতে পড়ে থাকা চাদর দেখে কঙ্কালটিকে সনাক্ত করে তার পরিবার,স্থানীয় সুত্রে জানা যাই মৃত ঐ ব্যক্তির নাম অনিল কর বাবার নাম মৃত সুধীর কর বয়স প্রায় ৭০ বছর।কি? করে ধান জমির মধ্যে এই কঙ্কাল এলো তা নিয়ে শোরগোল শুরু হয়। কঙ্কাল উদ্ধারের ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় নন্দীগ্রাম থানার পুলিশ।কিভাবে মৃত্যু হল ৭০ বছরের বৃদ্ধের তদন্তে নামে নন্দীগ্রাম থানার পুলিশ এই নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকা জুড়ে।

চুরির সামগ্রী উদ্ধার বালুরঘাট পুলিশের

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দিল বালুরঘাট থানার পুলিশ। শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলন করে এই কথা জানান বালুরঘাট থানার আইসি শান্তি নাথ পাঁজা।

জানা গেছে, অক্টোবর মাসের ২৪ তারিখে চুরির ঘটনাটি ঘটে বালুরঘাট পুরসভার অন্তর্গত ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের জোড়া ব্রিজ সংলগ্ন ঘটকালী এলাকায়। এরপরই বাড়ির মালিক বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তদন্তে নেমে বালুরঘাট থানার পুলিশ একজনকে আটক করে। ধৃত ব্যক্তির বাড়ি কুমারগঞ্জ এলাকায়। তার কাছ থেকে প্রায় ৪৭১ গ্রাম রুপা ও ২.৬৬ গ্রাম সোনা উদ্ধার করে পুলিশ। এ বিষয়ে বালুরঘাট থানার আইসি শান্তিনাথ পাঁজা জানান, "গত ২৪ অক্টোবর একটি বাড়িতে চুরি হয়েছিল ঘাটকালী এলাকায়। এরপরই ঘটনার সাথে যুক্ত থাকার অভিযোগে আমরা একজনকে আটক করি। তার কাছ থেকে সোনা ও রুপার গহনা উদ্ধার হয়। উদ্ধার হওয়া সোনা ও রুপার গহনা আজ প্রকৃত মালিক হাতে তুলে দেয়া হলো।

শহীদ স্মরণে বামেদের সভা

নুরুল ইসলাম খান ● কলকাতা

আপনজন: শুক্রবার পটারি রোডের সংযোগ স্থলে সিপিআইএম এনটালি এড়িয়া ৩কমিটির তরফে শহীদ স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সত্তরের দশকে আধা ফ্যাসিসট সন্ত্রাসে খুন হয়েছিলেন কমরেড মানিক চক্রবর্তী সহ অজস্র পার্টি সদস্যরা।সেই দিন কে স্মরন করে প্রতিবছর এই শহীদ দিবস পালিত হয়। মানুষের মৌলিক অধিকার ও বেকারদের কাজের দাবি কে সামনে রেখে ফ্যাসিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন পলিট বুরো সদস্য সিপিআইএম এর রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। বক্তব্য রাখেন কল্লোল মজুমদার ও দেবাঞ্জন চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন দেবেশ দাস ও আবু সুফিয়ান প্রমুখ।

নারীদের চেয়ে পুরুষদের আয়ু কম কেন, রহস্য খুঁজলেন বিজ্ঞানীরা

আপনজন ডেস্ক: নারীদের চেয়ে পুরুষদের গড় আয়ু কম। শুধু বাংলাদেশ, ভারতেই নয়, সারা বিশ্বেই তাই। যেমন ধরা যাক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা। দেশটিতে নারীদের গড় আয়ু ৭৯, অথচ পুরুষদের গড় আয়ু ৭৩ বছর। অন্যদিকে ২০২২ সালের একটি সমীক্ষা বলছে, জার্মানিতে পুরুষদের গড় আয়ু ৭৮ বছর। অথচ নারীদের গড় আয়ু ৮২.৮ বছর। করোনা মহামারির পর যা আরো বাড়ছে বলেই জানাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা।

সম্প্রতি জামা জার্নাল অব মেডিসিনে এই নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে একটি গবেষণাপত্র। তাতে মূলত করোনাকেই দায়ী করা হচ্ছে পুরুষদের স্বল্পায়ুর জন্যই।

অন্যদিকে রয়েছে আরও বেশ কিছু গুরুতর কারণ।

এই কারণগুলোর মধ্যে প্রধান কারণ হিসেবে উঠে আসছে জীবনযাপনের কায়দা। অতিরিক্ত ড্রাগের ব্যবহার, মদ্যপান, ধূমপানই অন্যতম কারণ বলে জানাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। এছাড়াও করোনার পর আত্মঘাতী হওয়ার প্রবণতাও বেড়েছে। তাকেও অন্যতম কারণ হিসেবে দায়ী করছেন বিজ্ঞানীরা।

পুরুষদের ক্ষেত্রে নিয়মিত স্বাস্থ্যপরীক্ষা না করানো, ঝুঁকিপূর্ণে কর্মক্ষেত্রে কাজ করাও কম আয়ুর বড় কারণ বলে জানা গেছে ওই গবেষণায়। তবে ইউরোপে পুরুষদের অবস্থা উন্নত হচ্ছে বলে জানান গবেষকরা। সেখানে তুলনায় ভালো পুরুষদের গড় আয়ু।

অর্ধেকে নেমেছে শুক্রাণুর সংখ্যা, ভয়ঙ্কর ইঙ্গিত গবেষকদের

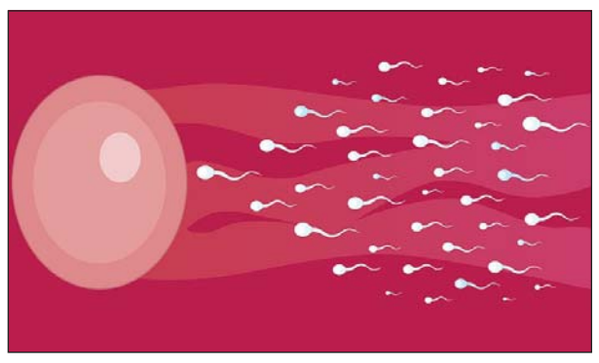

আপনজন ডেস্ক: ফসলে ব্যবহৃত কীটনাশক ও ফল-সবজিসহ বিভিন্ন খাদ্যপণ্যে ছিটানো রাসায়নিকের কারণে বিশ্বব্যাপী পুরুষের শরীরে শুক্রাণুর সংখ্যা বা স্পার্ম রেট আশঙ্কাজনক হারে কমেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের নতুন গবেষণায় উঠে এসেছে, গত ৫ দশকের মধ্যে শুক্রাণুর সংখ্যা অর্ধেকে নেমেছে।

বুধবার ভার্জিনিয়ার ফেয়ারফ্যাক্সে জর্জ মেসন ইউনিভার্সিটির কলেজ অব পাবলিক হেলথের ডিন ও লেখক অধ্যাপক মেলিসা পেরির গবেষণা প্রতিবেদনে এমন তথ্য জানা গেছে।

অধ্যাপক পেরি বলেন, ৫০ বছর ধরে সারাবিশ্বে শুক্রাণুর ঘনত্ব প্রায় ৫০ শতাংশ কমে গেছে। এর পেছনে দায়ী প্রধান দুটি কারণ (অপরাধী) আমরা শনাক্ত করতে পেরেছি। আমাদের গবেষণায় উঠে এসেছে দুটি সাধারণ কীটনাশক। অর্গানোফসফেটস এবং এন-মিথাইল কার্বামেট- বিশ্বব্যাপী পুরুষের শুক্রাণুর ঘনত্ব কমিয়ে ফেলার পেছনে দায়ী।

তিনি আরো বলেন, বিশ্বের সর্বাধিক ব্যবহৃত যৌগগুলোর মধ্যে একটি অর্গানোফসফেট কীটনাশকের প্রধান উপাদান স্নায়ু গ্যাস (নার্ভ গ্যাস), হার্বিসাইডসহ প্লাস্টিক এবং দ্রাবক তৈরিতেও ব্যবহৃত হয়।

আমরা যে ফসল খাই সেগুলোতে কীটনাশক ব্যাপক হারে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া বাড়ি এবং ভবনের শোভা বাড়ানোর কাজে ব্যবহৃত অ্যাপ্লিকেশনগুলোতে এসব যৌগ ব্যবহার করা হয়।

এর আগে, ২০১৭ সালে একাধিক চিকিৎসক হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, সারাবিশ্বে পুরুষদের শরীরে যে হারে শুক্রাণুর সংখ্যা কমে যাচ্ছে, এই হার অব্যাহত থাকলে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে মানবজাতি।

প্রায় ২০০টি গবেষণা প্রতিবেদনের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে গবেষকরা দেখেছেন, ৪০ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে পুরুষদের স্পার্ম কাউন্ট। তখন উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডের পুরুষদের ওপর করা হয়েছিল এসব গবেষণা।

তথ্য সংগ্রহের এই গবেষণা দলের প্রধান ড. হ্যাগাই লেভিন জানান, ভবিষ্যতে কী ঘটবে তা নিয়ে তিনি খুবই উদ্বিগ্ন। সেই তুলনামূলক গবেষণাটি করা হয় ১৯৭৩ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত। এই সময়কালে করা ১৮৫টি গবেষণার তথ্যের ভিত্তিতে নতুন এ গবেষণা করে ড. লেভিনের দল।

চিকুনগুনিয়ার টিকার অনুমোদন

আপনজন ডেস্ক: মশাবাহিত রোগ চিকুনগুনিয়ার প্রথম টিকা বা ভ্যাকসিন 'ইক্সচিক'-এর অনুমোদন দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। বৃহস্পতিবার মার্কিন নিয়ন্ত্রক সংস্থা খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসন (এফডিএ) ইক্সচিক নামের এই টিকার অনুমোদন দেয়।

এফডিএর মুখপাত্র পিটার মার্কস এক বিবৃতিতে বলেন, শারীরিকভাবে দুর্বল ও বয়স্ক লোকজনদের বিভিন্ন শারীরিক উপসর্গের জন্য দায়ী চিকুনগুনিয়া। প্রতি বছরই বিশ্বজুড়ে লাখ লাখ মানুষ এই রোগটিতে আক্রান্ত হচ্ছে। তিনি বলেন, চিকুনগুনিয়ার প্রথম টিকা 'ইক্সচিক'-এর অনুমোদন দেওয়া হলো। এটি চিকুনগুনিয়ার চিকিৎসার ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার।

ইক্সচিক এক ডোজের টিকা, যা ইনজেকশনের মাধ্যমে শরীরে প্রয়োগ করা হয়। এই টিকার উপাদান চিকুনগুনিয়া ভাইরাসের জীবিত, দুর্বল ও বিশেষ একটি সংস্করণ। এর প্রয়োগের পর চিকুনগুনিয়ায় আক্রান্তদের মতো উপসর্গ দেখা দিতে পারে।

জীবনে যা কিছু হোক, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মধ্যপন্থা: ডা. দেবী শেঠি

আপনজন ডেস্ক: গত ২৯ অক্টোবর ২০২১ সালে ব্যাঙ্গালোরের জনপ্রিয় অভিনেতা, সঙ্গীত শিল্পী এবং টেলিভিশন প্রেজেন্টার পুনীথ রাজকুমার মাত্র ৪৬ বছর বয়সে মারা যাবার পর প্রখ্যাত কার্ডিওলজিস্ট ডা. দেবী শেঠি (Dr. Devi Shetty) একটি সবিস্তার বিবৃতি দিয়েছিলেন। নীচে তারই একটি কাছাকাছি বাংলা ভাবানুবাদ তুলে ধরা হলো-

'গত কয়েক বছরে আমার ৮/৯ জন প্রিয় পরিচিত জন এবং কিছু সেলিব্রেটিকে চিরতরে হারিয়েছি। তারা চল্লিশের ঘরে ছিলেন এবং 'শারীরিকভাবে ফিট' থাকার অতিরিক্ত চেষ্টার কারণে মারা গেছেন'।

দুর্ভাগ্য হলো- তারা শুধু দেখতেই ছিলেন সুঠাম , সিক্স প্যাক বা এরকম। পুনীথও সে তালিকায় যুক্ত হলেন।

জীবনে যা কিছু হোক - সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো মধ্যপন্থা। 'জিরো ফিগার' বা একশোর বাড়াবাড়ি কোনোটাই ঠিক না।

প্রতিদিন মাঝারি পরিমান ব্যায়াম দরকার- ২০ মিনিট মতো।

সবকিছুই খেতে হবে, কোনো বিষাক্ততা অপসারণের দরকার নেই (no detoxification), কোনো কিটো মটো ডায়েট দরকার নেই, আপনার পূর্বসূরীরা যা খেতেন, সব খান, আপনার শহরে পাওয়া যায় এমন সব স্থানীয় এবং মৌসুমি খাবার - তবে অল্প পরিমানে। বিদেশি কিউই ফল, ক্যাল বা জলপাই তেলের দরকার নেই। ৭ ঘন্টার নিবিড় ঘুম চাই, শরীরের চাহিদা পূরণ প্রয়োজন তবে সেটা স্টেরয়েড বা ক্ষমতাবর্ধক ড্রাগের মাধ্যমে হওয়া চলবে না।

বেড়ে ওঠার সময় যা খেয়েছেন, সবই খান, তবে অল্প পরিমাণে; বিশ/তিরিশ মিনিট হালকা ব্যায়াম করুন আর একটু হাঁটুন নিয়মমত আর সাপ্লিমেন্ট খাওয়া বাদ দিন।

আপনারা কি বুঝতে পারছেন আমার বার্তা?

কিছুই না, শুধু মধ্যপন্থা।

দিনে কিছু সময়ের নীরব ধ্যান যোগ করুন রুটিনে। (মুসলমানদের জন্য নামাজ পড়ার মধ্য দিয়ে এই কাজটি চমৎকার ভাবে হয়ে যায়)!

একটা খুব জরুরি হলো - শরীরকে শোনা আর গুরুত্ব দেওয়া।

৪০ এর পর বেশ কিছু শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন শুরু হয়, ৫০ এর পর আরো বেশি, ৬০ এর পর শরীর শিথিল হতে থাকে, ৭০ এর পর বন্ধ হতে থাকে, ৮০ এর পর প্রতিটি বছর হলো বোনাস।

তাই ৬০ মানে নতুন করে ৪০ বা বয়স হলো শুধুই একটি সংখ্যা - এসব কথা বলা বন্ধ করুন। এগুলো ঠিক কথা নয়।

৪০ বা ৫০ পরবর্তী সময়ে আপনার স্বাস্থ্য অটুট থাকলে কৃতজ্ঞতা অনুভব করুন, কিন্তু কাজের গতি একটু কমান যাতে হৃৎপিন্ডের গতি বহাল থাকে।

দয়া করে বোঝার চেষ্টা করুন - অবসরের সময় নির্ধারণের যৌক্তিক কারণ আছে।

একসময় আপনার শরীর আর মন যে চাপ বইতে পারতো এখন আর ততটা পারবে না। বাহ্যত চমৎকার আছেন, ধন্যবাদ আপনার 'জিন'-কে (genes), কিন্তু অঙ্গপ্রত্যঙ্গের (organs) অভ্যন্তরীণ ক্ষয় তো হচ্ছেই।

'সুখী সুন্দর হোন, বাহ্যিক ভাবে নয়, অন্তর্গত ভাবেও'।

ফুটনোট ১- সারকথা হলো ৬টি নির্দেশনা

> ২০ মিনিট হালকা ব্যায়াম
> নিয়মিত নিয়ম মত হাঁটা
> সাত ঘন্টা নিবিড় ঘুম
> কিছু সময় একাকী ধ্যান
> সব খাবারই খাওয়া - কম পরিমানে
> শরীরের কথা শোনা ও সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া।

ফুটনোট ২- কোনো তত্ত্বই সর্বজনীন না, যারা একমত নন, সেটা তাদের অধিকার - সম্মান করি তাদের মত।

Be Happy internally and not externally.

মূল রচনা- Prof. Dr. Devi Shetty.

সূত্র: অন্তর্জাল

ফ্যাটি লিভারের ধরন ও লক্ষণ, কাদের ঝুঁকি বেশি?

আপনজন ডেস্ক: বর্তমান বিশ্বে অনেকেই ভুগছেন ফ্যাটি লিভারের সমস্যায়। ফ্যাটি লিভারের সমস্যা আবার দুই ধরনের হয়ে থাকে।

যেমন- অ্যালোহলিক ও নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার।

অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার হওয়ার মূল কারণ হলো মদ্যপান। তবে নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার অ্যালকোহল সেবনের সঙ্গে যুক্ত নয়। যে কারো এ সমস্যাটি হতে পারে। তবে জীবনযাত্রার অনিয়মের ফলেই এ রোগ বেশি দেখা দেয়।

বিশেষজ্ঞদের মতে, সবার শরীরেরই বিভিন্ন স্থানে জমে ফ্যাট। যাদের পেটে চর্বির পরিমাণ বেশি, তাদের লিভারে ফ্যাটের আস্তরণ বেড়ে যায়।

আস্তে আস্তে পুরো লিভারের ওপরই চর্বির আস্তরণ পড়ায় শরীরের গুরুত্বপূর্ণ এই অঙ্গটি তার নির্দিষ্ট কাজ করতে পারে না। ফলে শরীরে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয়।

ঠিক সময়ে এর চিকিৎসা করা না হলে এর থেকে হতে পারে লিভার সিরোসিস।

ফ্যাটি লিভারের লক্ষণ কী কী?

প্রাথমিক অবস্থায় রোগের কোনো লক্ষণ প্রকাশ না পেলেও, সমস্যা কিছুটা বাড়লে পেটের উপরের ডানদিকে ব্যথা হয়। পেট ভারী হয়ে থাকে। খাবার খেলে হজম হয় না। এই সমস্যায় প্রায়ই ভুগলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে বলেন বিশেষজ্ঞরা।

আরো যেসব লক্ষণ দেখা দেয়

> পেটের উপরের ডানদিকে অস্বস্তি বা ব্যথা
> পেট ফুলে যাওয়া
> জন্ডিস
> ত্বকের পৃষ্ঠের ঠিক নীচে বর্ধিত রক্তনালি
> অব্যক্ত বা অনিচ্ছাকৃত ওজন কমা ইত্যাদি।

কাদের ফ্যাটি লিভারের ঝুঁকি বেশি?

অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস ও উচ্চ কোলেস্টেরলের রোগীদের ফ্যাটি লিভারের ঝুঁকি বেশি। এছাড়া যারা মসলাজাতীয় খাবার বেশি খান তাদের ক্ষেত্রেও এ রোগের ঝুঁকি বেশি।

ফ্যাটি লিভার ডিজিজের ডায়েট কেমন হবে?

ফ্যাটি লিভার রোগীদের উচিত স্যাচুরেটেড ফ্যাট গ্রহণ না করা। এক্ষেত্রে মাখন, ঘি থেকে দূরে থাকতে হবে। এর পাশাপাশি তেল জাতীয় খাবারও বাদ দিতে হবে। ফাস্ট ফুড থেকেও দূরে থাকতে হবে। দৈনিক পাতে রাখতে হবে ফল ও সবজি।

সঠিক ডায়েটের পাশাপাশি শরীরের অতিরিক্ত মেদ-ভুঁড়ি কমাতে দৈনিক ব্যায়ামও করতে হবে। এক্ষেত্রে একটানা ৪৫ মিনিট ব্যায়াম করুন। পাশাপাশি চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে ওষুধও খেতে হবে।

শীতে গরম না ঠান্ডা, কোন জলে স্নান করলে সুস্থ থাকবেন

আপনজন ডেস্ক: ধীরে ধীরে কমছে প্রকৃতির তাপমাত্রা এবং বইতে শুরু করেছে হিমেল হাওয়া। আবহাওয়ার এমন পরিবর্তনের ফলে সক্রিয় হয়ে উঠছে একাধিক রোগজীবাণু! এইসব ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে অনেকেই জ্বর, সর্দি, কাশির মতো সমস্যায় পড়ছেন। এসব সমস্যা এড়াতে এরই মধ্যে অনেকেই ঠান্ডা জল ছেড়ে গরম জলে স্নান করছেন। তবে অনেকেরই প্রশ্ন, শীতের সময় হঠাৎ করেই গরম জলে স্নান করা কি আদৌ উচিত? এই সময়ে প্রতিদিন গরম জলে স্নান করলে কি শরীর গরম হয়ে পড়বে না? এ ব্যাপারে ভারতীয় গণমাধ্যম 'এই সময়ে'র এক প্রতিবেদনে চিকিৎসক ডা. রুদ্রজিৎ পাল জানিয়েছেন বিভিন্ন তথ্য।

ডা. পালের ভাষায়, শীতে ঠান্ডা জলর তুলনায় গরম জল দিয়ে স্নান করাটাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। এই সময়ে নিয়মিত হালকা জল দিয়ে স্নান করলে সর্দি, কাশি এড়িয়ে চলতে পারবেন। অন্যদিকে ঠান্ডা জলে স্নান করলে হঠাৎ শরীরের তাপমাত্রা কমে যেতে পারে। নানা ধরনের শারীরিক জটিলতাও হতে পারে। এ কারণে শীতের দিনে ঠান্ডা জল এড়িয়ে চলেই ভালো। ব্যথা-বেদনায় গরম জল উপকারী শীতে অনেকেরই ব্যথা, বেদনার প্রকোপ বাড়ে। আর এই সময় ঠান্ডা জল দিয়ে স্নান করলে সমস্যা আরো বাড়বে। এমনকী ব্যথার কারণে দৈনন্দিন কাজকর্ম করতেও সমস্যা হতে পারে। তাই এই সময় সুস্থ থাকতে গরম জলে স্নান করুন। কারণ হালকা গরম জল ব্যথা কমাতে ভূমিকা রাখে। বিশেষ করে আর্থ্রাইটিসের ব্যথা কমানোর ক্ষেত্রে এর জুড়ি নেই। তাই জয়েন্টের ব্যথায় ভুক্তভোগীরা রোজ গরম জলে স্নান করার চেষ্টা করুন। তাহলে সুস্থ থাকবেন।

সারা বছর কি গরম জলে স্নান করা উচিত?

অনেকেই সারা বছর গরম জল দিয়ে স্নান করেন। এ ব্যাপারে ডা. পাল বলেন, এতে সমস্যার কিছুই নেই। বরং আর্থ্রাইটিস, সিওপিডি এবং অ্যাজমার মতো সমস্যা থাকলে উষ্ণ জলে স্নান করলেই সুস্থ থাকবেন। তবে গ্রীষ্মকালে এমনিতেই আবহাওয়া গরম থাকে। তখন আলাদা করে আর জল গরম করে স্নান না করলেই চলে। অনেকেই শীতের দিনে প্রতিদিন স্নান করেন না। এ ব্যাপারে ডা.পাল জানান, এতে ত্বকের ইনফেকশন হতে পারে। এমনকী তাদের পেট গরম হওয়ার আশঙ্কাও থাকে। তাই তাপমাত্রা যতই কম হোক না কেন, প্রতিদিন স্নান করতেই হবে।

অল্টারনেটিভ মেডিসিন

যষ্টিমধুর উপকারিতা ও অপকারিতা, খাবেন যেভাবে

আপনজন ডেস্ক: যষ্টিমধু এক প্রকার গাছের শেকড়। এ শেকড় থেকে মিষ্টি স্বাদ পাওয়া যায়। গ্লাইসাইরিজা গ্লাবরা বা বাংলায় যষ্টিমধু গাছের শেকড়কে যষ্টিমধু বলা হয়।

বহু বছর ধরে হারবাল বা আয়ুর্বেদিক ওষুধ তৈরির অন্যতম উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে এটি। যষ্টিমধুর আছে অনেক ঔষধি গুণ, যা বিভিন্ন রোগ উপশমে ও শরীর সুস্থ রাখতে সাহায্য করে।

যষ্টিমধু খেলে যেসব উপকার পাওয়া যায় এবং কীভাবে এটি খাবেন-

> ফুটন্ত জলে পরিমাণমতো যষ্টিমধু ভিজিয়ে ঠান্ডা করে মধুর সঙ্গে মিশিয়ে পান করতে পারেন।
> দুধের সঙ্গে পান করা যায়।
> পরিমাণমত শুধু গুঁড়াও খাওয়া যেতে পারে।
> চায়ে দিয়ে পান করা যায়।
> শেকড় চিবিয়ে রস খাওয়া যায়।

যষ্টিমধুর উপকারিতা

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়: যষ্টিমধু প্রতিরক্ষা নার্ভকে উন্নত করে এবং মাইক্রোবিয়াল আক্রমণ প্রতিরোধক লিম্ফোসাইট এবং ম্যাক্রোফেজ উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। এটি ইমিউন সম্পর্কিত অ্যালার্জি প্রতিক্রিয়া এবং অটোইমিউন জটিলতা হ্রাস করে।

আলসার বা ক্ষত নিরাময় করে: যষ্টিমধুর গ্লাইসিরাইজিন ও গ্লাইসিরাটিক অ্যাসিড আলসার সৃষ্টিকারী প্রোস্টাগ্লান্ডিন রিডাকটেজ এনজাইমের কার্যকারিতা প্রতিরোধ করে। পাকস্থলীতে আলসার বা ক্ষত নিরাময়ে সহায়তা করে।

স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করে: দুধের সঙ্গে যষ্টিমধুর গুঁড়া মিশিয়ে পান করলে স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়।

লিভার ভালো রাখে: এটি শরীরে পিত্ত প্রবাহ বৃদ্ধি করে এবং উচ্চ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমিয়ে কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।

অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়া হিসেবে কাজ করে: যষ্টিমধুর মধ্যে গ্লিসারিন উপস্থিত থাকার কারণে ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া এবং ছত্রাকের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে।

হজমে সহায়তা করে: যষ্টিমধু পেটের সমস্যা, হজমের সমস্যা দূর করে। অ্যাসিডিটির সমস্যা প্রতিরোধ করে।

হরমোনের ভারসাম্য বজায় রাখে: যষ্টিমধুর ফাইটোস্ট্রোজেনিক নারীদের হরমোনজনিত সমস্যা দূর করে।

কাশি ভালো করে: এটি তরল আকারে কফ বের করে দেয় এবং খুসখুসে কাশির তাৎক্ষণিক উপশম করতে পারে। এ ছাড়া ব্রঙ্কাইটিস, টনসিলের সমস্যা ও কণ্ঠনালীর প্রদাহ দূর করে। শ্বাসতন্ত্রের ইনফেকশন প্রশমিত করে।

ত্বক ভালো রাখে: যষ্টিমধু ত্বকের অ্যাকজিমা, সোরিয়াসিস, প্রদাহ, সানবার্নের সমস্যা নিরাময় করে। ত্বক মসৃণ ও উজ্জ্বল করে।

দাঁত ভালো রাখে: যষ্টিমধুর দুটি কার্যকর অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল উপাদান দাঁতের ক্ষয় ও মাড়ির রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি ঠেকাতে পারে।

টিউমার প্রতিরোধক:

গ্লাইসিরাইটিনিক অ্যাসিড টিউমার সৃষ্টিকারী ভাইরাসের কার্যকারিতা নষ্ট করে।

অ্যালার্জি প্রতিরোধক: এটির গ্লাইসিরাইসিক অ্যাসিড মাস্টকোষ থেকে হিস্টামিন নিঃসরণ কমিয়ে অ্যালার্জি প্রতিরোধ করে।

সতর্কতা

অনেক উপকারিতা থাকলেও যষ্টিমধু একটানা খাওয়া উচিত নয়। কিছুদিন বিরতি দিয়ে খাওয়া ভালো। কারণ অতিরিক্ত খাওয়া হলে কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে-

> দীর্ঘ সময় ধরে যষ্টিমধু খেলে ওজন বেড়ে যেতে পারে।
> অত্যধিক খাওয়ার ফলে পেশি দুর্বলতা, মাথাব্যথা, দীর্ঘস্থায়ী ক্লান্তি দেখা দিতে পারে।
> পুরুষদের টেস্টোস্টেরনের মাত্রা কমে যেতে পারে।
> উচ্চরক্তচাপ, স্থূলতা, ডায়াবেটিস, কিডনি, হাইপোথাইরয়েটিজমে আক্রান্ত রোগীদের এটি খাওয়া উচিত নয়।

শীতে পেঁপে অবশ্যই খান

আপনজন ডেস্ক: শীতে হার্টের নানা রোগের আশঙ্কা বেড়ে যায়। আবার শীত মানেই সর্দি কাশি জ্বর। বয়স্ক ও শিশুদের এই সময় সাবধানে রাখতে হয়। একটি ফলই পারে এই সমস্যা থেকে বাঁচিয়ে রাখতে। তা হল পেঁপে।

পেঁপেতে ভিটামিন এ, ভিটামিন সি, ফোলেট, পটাশিয়াম ও ম্যাগনেশিয়াম রয়েছে। এই উপাদানগুলো রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। এতে সংক্রমক রোগের আশঙ্কা অনেকটাই কমে।

পেঁপের মধ্যে পাপাইন নামের একটি বিশেষ উৎসেচক। এটি অন্ত্রের খাবার হজম করার ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। একইসঙ্গে কোষ্ঠকাঠিন্য, পেট ফাঁপার মতো সমস্যা দূর করে।

কাঁচা পেঁপের মধ্যে রয়েছে পটাশিয়াম। এটি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে। একই সঙ্গে উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা কমায়। পেঁপেতে ফাইবার বেশি। তাই কোলেস্টেরল কমায় এটি।

ওজন কমাতেও দারুণ কাজ দেয় পেঁপে। শীতকালে আমাদের শরীরচর্চা এমনিই কমে যায়। তাই এই সময় খাবারের দিকে নজর দেওয়া জরুরি। পেঁপের ফাইবার দ্রুত খাবার হজম করায়। মেটাবলিজম বাড়িয়ে দেয়।

ইতিহাস অনুসন্ধান ও সমাজভাবনার এক অনবদ্য দলিল

আলোচক:
সুলেখা নাজনীন

সমাজ জীবনে রাজনৈতিক চর্চার পাশাপাশি, সাংস্কৃতি ও সামাজিক চর্চার কথা এসে পড়ে। সেই সামগ্রিক বিষয় নিয়ে 'উজ্জীবন'-এর জুন-জুলাই ২০২৩ সমৃদ্ধ হয়েছে। রাজনৈতিক জীবনে যে সামাজিক পটভূমি তার এক বাস্তব প্রতিফলন ফুটে উঠেছে শফিকুল হক-এর 'পঞ্চায়েত ভোট: এতো রক্ত কেন?' নিবন্ধে।
পঞ্চায়েত নির্বাচন এলেই সচারচর দেখা মেলে রক্তস্নাত। গোলাগুলি আর বোমাবাজির কবলে পড়ে কত মানুষের যে অকাল মৃত্যু তা ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় সেই প্রাণহানির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন লেখক। তার লেখনিতে স্পষ্ট করে দিয়ে বলেছেন, পঞ্চায়েত ভোট হবে আর বিশ তিরিশ জনের প্রাণ যাবে না তা হয় না। পঞ্চায়েত নির্বাচন এলেও যে দশ বিশটা বাড়ি জ্বলবে, ইট পাথর ছুড়তে থাকবে, লাঠি কিংবা অস্ত্র হাতে নারী পুরুষ নির্বিশেষে একে অপরের দিতে তেড়ে যাবে সেই বাস্তব চিত্র যে অস্বীকার করা যায় না। তাই পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের সম্প্রচারে চোখ রাখেন মানুষ। এই বুঝি কার প্রাণ যায়।
এ সবের মধ্যে লেখকের মনে প্রশ্ন জাগে, নির্বাচন এলে বিবাদমান রাজনৈতিক দলের সংঘর্ষ বাধে ঠিকই, কিন্তু প্রাণ হারাতে দেখা যায় মূলত সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলে। উদাহরণ হিসেবে ডোমকল কিংবা ভাঙড়ের কথা তুলে ধরেছেন লেখক। যেখানে নির্বাচন মানেই মৃত্যু। এই অসহিষ্ণুতা নিবারণে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষদের চুপ করে বসে থাকা যে কাম্য নয়, তা ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিয়েছেন লেখক। সেই লেখকের মনে প্রশ্ন জাগে, এই লাগাতার মৃত্যু থেকে বাঁচার কি কোনও সমাধান নেই। আলাপ আলোচনার মাধ্যমে কি তাজা প্রাণকে বাঁচানো যায় না? এই মৃত্যুর পিছনে লেখক দেখেন গরিব হাভাতে নিরক্ষর জনগণের মধ্যে ক্ষমতা দখলের প্যাচে পড়ে অঘোরে প্রাণ দেওয়ার নির্বুদ্ধিতা। লেখকের মতে পাড়ায় পাড়ায় এখন বেড়েছে দাদাগিরি আর মাস্তানি। তাদের দৈত্যময় মনোভাবের জন্য মানুষ যেন প্রহর গুনছে। এটা সমাজের কাছে অভিশাপ হয়ে উঠছে সেটা আর কবে বুঝবে মানুষ, সেকথাই বোঝোতে চেয়েছেন লেখক। লেখকের বদ্ধমূল ধারণা, সমাজের এই নাগপাশ থেকে মুক্তি পেতে বেশি করে আলোচনা দরকার। তাহলেই হয়তো বেরিয়ে আসতে পেরে কোনও পথ।
সাংস্কৃতিক চর্চার বাহন 'উজ্জীবন'-এ এই রাজনৈতিক চর্চা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ তা অস্বীকার করা উপায় নেই।
বাংলার প্রতিষ্ঠা দিবস নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে এখন বিতর্ক তুঙ্গে। শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস চাইছে ১ বৈশাখ হোক পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠা দিবস। আর বিরোধী দল কিংবা রাজ্যপাল ২০ জুনকে বাংলার প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে ঘোষণা করেন। এই ২০ জুনের পিছনে রয়েছে বঙ্গবঙ্গের ইতিহাস। ১৯৪৭ সালের সেই ২০ জুন তৎকালীন অখণ্ড বাংলা বিভাজনের বিষয়টি উত্থাপিত হলে, বঙ্গভঙ্গের পক্ষে বেশি ভোট পড়ে। ফলে দু'টুকরো হয়ে যায় বাংলা। তৈরি হয় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমানে বাংলাদেশ) এবং অপর একটি অংশ পশ্চিমবঙ্গ নামে পরিচিতি পায়। কিন্তু যারাই এই বঙ্গবঙ্গের পক্ষে সায় দিয়েছেন, তারাই আবার ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ রদে ভূমিকা নেন। তাই স্বাধীনতার প্রাককালে অবিভক্ত বাংলার কতৃত্ব মুসলিমদের হাতে আসতে পারে এই আশঙ্কা থেকেই বঙ্গভঙ্গ নিয়ে মত পাল্টে যায় হিন্দুত্ববাদীদের। তাই তারা ২০ জুনের বঙ্গ ভঙ্গকে সমর্থন করেন। এর পর ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে তাই বঙ্গভঙ্গ নিয়ে বিতর্ক থেকে যায়। সেই বঙ্গভঙ্গ নিয়ে এক বিশ্লেষণ মূলক আলোচনা করেছেন মুহাম্মদ আফসার আলী তার 'বঙ্গ চুক্তি খারিজ: শতবর্ষের আলোকে পর্যালোচনা।'
আফসার আলী অকপটে লিখেছেন, প্রাক স্বাধীনতা যুগে অবিভক্ত বাংলায় মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। তারা ৫৪ শতাংশ হলেও শিক্ষা ও সামাজিক ক্ষেত্রে লাগাম ছিল কিন্তু হিন্দুদের হাতে।
লেখকেএ প্রসঙ্গে ১৯২৩ সালে 'বঙ্গ চুক্তি'র কথা উল্লেখ করেছেন, যা খুবই প্রাসঙ্গিক ছিল। স্বরাজ পার্টি ও বঙ্গ প্রাদেশিক পার্টির এই বঙ্গ চুক্তিতে যেসব শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে তাতে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান হয়, রচিত হয় সম্প্রীতির বন্ধন। এর মধ্যে অনেক শর্ত মানা হলে আজকের দিনে ধর্মীয় বৈষম্য কিংবা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা হয়তো রোখা যেত। যেমন ওই চুক্তিতে মুসলিমদের ৫৫ শতাংশ চাকরি কিংবা মসজিদের পাশ দিয়ে বাজনা বাজানো নিষিদ্ধ করার উল্লেখ রয়েছে। লেখক সেসব তুলে ধরে বঙ্গ চুক্তির সার্থকতার পক্ষে সওয়াল করেন। সেই অতীত ইতিহাস রোমন্থন করে লেখক, বোঝাতে চেয়েছেন বঙ্গভঙ্গের পর এ রাজ্যে সংখ্যালঘু মানুষের অধিকার সুরক্ষিত হয়নি। জনপ্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি গণতন্ত্রে। লেখকের মতে হিন্দু মুসলমানের কল্যাণে নয়, বাঙালি জাতির কল্যাণের লক্ষ্যে কাজ করে গেলে তবেই বাংলা গড়ার সার্থকতা।
রাজনৈতিক পটভূমিকায় 'উজ্জীবন' মূল্যবান প্রবন্ধের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক আলোচনায় বলিষ্ঠ ভাবে স্থান পেয়েছে কবি তৈমুর খানের কবিদের কী করে ভালোবেসেছিলেন' নিবন্ধে। তৈমুর খানের মতে, কবির হৃদয়ই একটা দেশ, বাঁধ ও মরণের দেশ। কবিতা অনুগ্রাহী আজ কি মৃতপ্রায় সেই প্রশ্ন প্রথমেই তুলেছেন কবি। এক কবির একটি কবিতা ৭০টি পত্রিকায় প্রকাশের পরও কারো নজরে না পড়ায় কবিতার পাঠক সমাজ নিয়ে সন্দিহান হয়ে উঠেছেন কবি। লেখক তার নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেছেন, আগে বিদেশি কবিদের ভালো ভালো কবিতা অনুসরণ করা হত। এখন তারও পাঠক কমে এসেছে। বাংলা ভাষা চর্চায় কবিতার আসঙ্কি কমে যাওয়ায় বিদেশি কবিদের কবিতাও যে ব্রাত্য হয়ে উঠছে সেটাই বলতে চেয়েছেন। অথচ, বাংলার কবির মন মানসিকতা, কবিতা মানবিক জীবনবোধের উপর দাঁড়িয়ে। আগে প্রতিটি কবিতার চরণে চরণে ছিল শিকড় ছেঁড়া শব্দের কান্না। এখন যেসন কবিতা নিস্তরঙ্গ। কবিতা লেখার অনুপ্রেরণাকে উসকে দিয়েছে তৈমুর খানের এই প্রবন্ধটি।
রমজান আলি সনেট কবি মধুসূদন দত্তের মুসলমান বিষয়ক নাটকের কথা তুলে ধরেছেন। বাঙালিয়ানার সত্তা বজায় রেখে অমিত্রাক্ষর ছন্দে মধূসূদন দত্ত যে 'রাজিয়া' নাটক লিখেছিলেন, তার মধ্যে ফুটে উঠেছে মুসলিম বীরত্বের কাহিনী। বাঙালিরা কখনো যে ধর্মীয় সংকীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ রাখেনি, তা 'রাজিয়া' নাটকে সুলতানা রাজিয়ার প্রশাসকের ভূমিকায় প্রস্ফূটিত হয়ে ওঠে। সেটাই বর্ণিত হয়েছে রমজান আলির নিবন্ধে।
তবে 'উজ্জীবন'-এর জুন জুলাই সংখ্যা বলিষ্ঠভাবে সম্পাদনা করেছেন অধ্যাপক সাইফুল্লা তাতে সন্দেহ নেই। বাঙালি মুসলমান সমাজের সাহিত্য অঙ্গনকে সমৃদ্ধ করতে মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ সংগ্রহশালা ও গবেষণা কেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরে সমাজ চিন্তকদের খোরাক জুগিয়েছেন।
অঙ্গসজ্জা সুন্দর হলেও সূচিপত্রে 'দৃষ্টিপাত' এর পরিবর্তে 'দষ্টিপাত' লঘু প্রমাদ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

মাসিক উজ্জীবন (জুন-জুলাই ২০২৩)
সম্পাদক: সাইফুল্লা
বিনিময়: ৫০ টাকা

টেক স্যাভি

হোয়াটসঅ্যাপ চলবে স্মার্টওয়াচে, থাকছে জরুরি ৭ ফিচার

আপনজন ডেস্ক: স্মার্টফোন, ল্যাপটপ বা ডেস্কটপে আমরা হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করে থাকি। এবার চাইলে স্মার্টওয়াচেও হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করতে পারবেন। যদিও এই মুহূর্তের সব অ্যানড্রয়েড স্মার্টওয়াচে এখনো এই ফিচারটি উন্মুক্ত করা হয়নি। আপনার কাছে যদি স্যামসাং গ্যালাক্সি স্মার্টওয়াচ থাকে, তাহলে এখনই হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করতে পারবেন। অর্থাৎ যেসব স্মার্টওয়াচ 'Wear OS' প্ল্যাটফর্মে চলে, সেগুলোতে হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করা যায়।
হোয়াটসঅ্যাপ নির্দিষ্ট কিছু ফিচার স্মার্টওয়াচে ব্যবহার করা যাবে। সেগুলো দেখে নিন –
১. স্মার্টওয়াচ থেকেই আপনি হোয়াটসঅ্যাপে ভয়েস মেসেজিং করতে পারবেন।
২. যেসব স্মার্টওয়াচে সেলুলার কানেক্টিভিটি রয়েছে, সেখানে স্বয়ংক্রিয়ভাবে হোয়াটসঅ্যাপ অপারেট করা যেতে পারে। স্মার্টফোন অফলাইনে থাকলে বা টার্ন অফ করা থাকলেও আপনি মেসেজ পাবেন, পাঠাতেও পারবেন।
৩. স্মার্টওয়াচে টাইপ করাটা অনেকের ক্ষেত্রে সমস্যার হতে পারে। তাই 'Okay', 'Fine' এবং 'Thanks'-এর মতো কিছু প্রিসেট রিপ্লাইও থাকছে।
৪. স্মার্টওয়াচের হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাপ থেকে ব্যবহারকারীরা টেক্সট মেসেজ পেতে পারেন এবং তা পাঠাতেও পারেন।
৫. হোয়াটসঅ্যাপের চ্যাটের মধ্যে ইমেজ প্রিভিউ দেখা যায়। শুধু তাই নয়, নোটিফিকেশন থেকেও আপনি ইমেজ প্রিভিউ দেখতে পাবেন।
৬. নির্দিষ্ট কিছু চ্যাট বা গ্রুপ চ্যাটের নোটিফিকেশন কন্ট্রোল করা যাবে।
৭. সম্প্রতি ইমোজি রিঅ্যাকশন ফিচারটিও এসে গেছে। মোবাইলের মতোই আপনি স্মার্টওয়াচ থেকে নিজের পছন্দসই ইমোজিও পাঠাতে পারবেন।

বিশ্বের প্রথম ১ টিবি স্টোরেজ স্মার্টফোন

আপনজন ডেস্ক: চীনা স্মার্টফোন ব্র্যান্ড আইকিউও ১ টেরাবাইট স্টোরেজের ফোন এনে চমক দেখালো। এই ফোনের মডেল 'আইকিউও ১২'। অধিক স্টোরেজ ছাড়াও ফোনটিতে শক্তিশালী ব্যাটারি ও দুর্দান্ত ক্যামেরা সেটআপ রয়েছে। আইকিউও ১২ মডেলের স্মার্টফোনে রয়েছে বেশ বড় ও ভাইব্র্যান্ট একটি ৬.৭৮ ইঞ্চির স্ক্রিন। যার রেজুলেশন ১২৬০x২৮০০ পিক্সেল। এই ডিসপ্লের রিফ্রেশ রে ১৪৪ হার্জ। নিখুঁত পিকচার কোয়ালিটির জন্য এই ডিসপ্লে এইচডিআর ১০ প্লাস সাপোর্ট করে। ফোনের ক্যামেরা সেটআপও আকর্ষণীয়। প্রাইমারি সেন্সর হিসেবে রয়েছে একটি ৫০ মেগাপিক্সেলের সেন্সর। সেকেন্ডারি ক্যামেরায় দেওয়া হয়েছে একটি ৬৪ মেগাপিক্সেলের টেলিফটো লেন্স। যা ১০০ এক্স ডিজিটাল জুম ফটোগ্রাফির অভিজ্ঞতা দিতে পারে।

ডিপফেকের চেয়েও ভয়ঙ্কর ক্লিয়ারফেক

আপনজন ডেস্ক: ডিপফেকের ত্রাসের পর এবার নতুন আতঙ্ক হয়ে দেখা দিয়েছে ক্লিয়ারফেক। সাইবার নিরাপত্তা গবেষকরা ম্যাক ও উইন্ডোজ ব্যবহারকারীদের জন্য সতর্কবার্তা জারি করেছেন। মূলত অ্যাপল ডিভাইস ইউজাররাই মূল ভুক্তভোগী।
ক্লিয়ারফেক ম্যালওয়্যারের হামলায় ভয়ঙ্কর ম্যালওয়্যার অ্যাটমিক ম্যাকওএস স্টিলার (এএমওএস) ইনস্টল করা হয় ব্যবহারকারীর কম্পিউটারে। এটি আইক্লাউড কিচেন পাসওয়ার্ড, ক্রেডিট কার্ড ও ক্রিপ্টো ওয়ালেট থেকে তথ্য নিতে পারে।
এএমওএস ম্যালওয়্যার ব্যবহারকারীর কাছে পাঠানো হয় ভুয়া ব্রাউজার আপডেট চেইন ক্লিয়ারফেকের মাধ্যমে।
চলতি বছরই নতুন এ ম্যালওয়্যার শনাক্ত করেন গবেষকরা। সাইবার ঝুঁকি নিয়ে গবেষণা করা প্রতিষ্ঠান ম্যালওয়্যারবাইটস জানিয়েছে, প্রাথমিকভাবে উইন্ডোজ ব্যবহারকারীদের পিসিতে এই ম্যালওয়্যার শনাক্ত করা হয়েছিল। হ্যাক করা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ভুয়া সাফারি বা ক্রোম ব্রাউজার আপডেট সরবরাহ করা হতো। ক্লিয়ারফেক তৈরি করা হয় মেশিন লার্নিং প্রযুক্তি দিয়ে। ভুয়া ওয়েবসাইট তৈরি করে ক্ষতিকর জাভা স্ক্রিপ্ট কোড যুক্ত করা হচ্ছে। এসব ওয়েবসাইটে ব্যবহারকারীরা প্রবেশ করলে সাফারি বা ক্রোম আপডেটের প্রম্পট এসে হাজির হয়।
প্রম্পট এতটাই নিখুঁত থাকে যে ব্যবহারকারী ক্লিক করার আগে দ্বিতীয়বার চিন্তা করে না। এতে ক্ষতিকর এএমওএস ম্যালওয়্যার ডাউনলোড ও ইনস্টল হয়ে যায়। নিরাপদ থাকতে চাইলে ম্যাকের সিস্টেম সেটিংস বা ক্রোম অ্যাপ থেকেই ব্রাউজার আপডেট করতে হবে।

ল্যাপটপের ব্যাটারি দ্রুত নষ্ট হওয়ার কারণ

আপনজন ডেস্ক: বর্তমান সময়ে অফিস-আদালত বা নিজের কাজের সবচেয়ে দরকারি জিনিস হচ্ছে ল্যাপটপ।
আর এ ল্যাপটপ ব্যবহারের সময় অনেকেই ব্যাটারি নিয়ে ঝামেলায় পড়েন।
নতুন ল্যাপটপ কেনার কিছু দিন পরই নষ্ট হয়ে যায় ব্যাটারি! তবে পুরনো হলে এই সমস্যা বেশি দেখা যায়। শুরু থেকেই যদি সঠিকভাবে ল্যাপটপের যত্ন নেন তাহলে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। তো চলুন জেনে নেওয়া যাক ল্যাপটপের ব্যাটারি ভালো রাখতে ব্যবহারের সময় যেসব ভুল করবেন না-

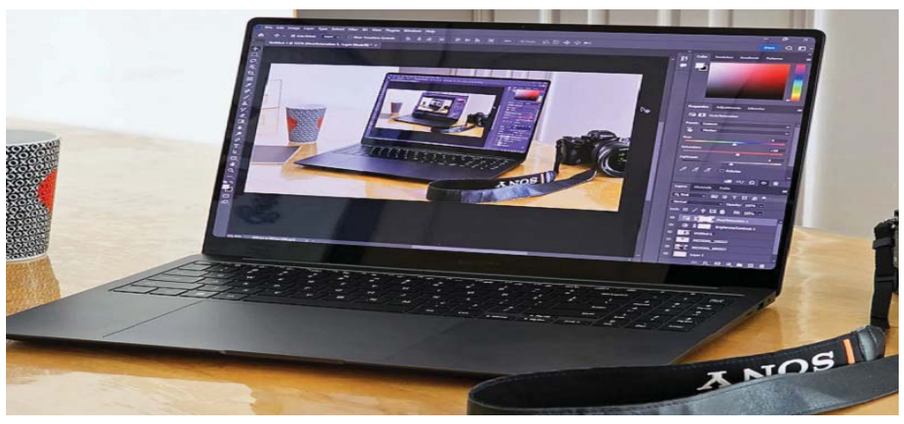

> ল্যাপটপ কখনোই গরম কোনো স্থানে রাখবেন না। ঘরের এমন কোনো অংশ যেখানে সরাসরি রোদ পায় বা ফ্রিজের ওপর ভুলেও ল্যাপটপ রাখবেন না। এতে ল্যাপটপের ব্যাটারি দ্রুত নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সাধারণ তাপমাত্রা থাকে এমন কোনো স্থানে ল্যাপটপ রাখুন।
> ল্যাপটপের স্টোরেজ ভর্তি থাকলে প্রসেসর ঠিকভাবে কাজ করতে পারে না। এতে ব্যাটারির ওপর চাপ পড়ে। ফলে সহজেই ল্যাপটপ গরম হয়ে যায় এবং একটুতেই চার্জ শেষ হয়ে যায়। ব্যাটারিও ধীরে ধীরে খারাপ হতে থাকে।
> ল্যাপটপে কখনোই অন্য কোনো চার্জার ব্যবহার করবেন না। লোকাল চার্জার ব্যবহারে ল্যাপটপের ব্যাটারি ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এসব চার্জার ল্যাপটপের ব্যাটারি চার্জ করার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ করতে পারে না, যার কারণে ল্যাপটপের ব্যাটারি গরম হয়ে যায়।
তাই চেষ্টা করুন সব সময় ল্যাপটপের আসল চার্জার ব্যবহার করতে।

মাইক্রোসফটের নিরাপত্তা ত্রুটি পেলেই মিলবে হাজার হাজার ডলার

আপনজন ডেস্ক: প্রযুক্তি খাতে বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ কোম্পানি মাইক্রোসফট তাদের নিরাপত্তাজনিত ত্রুটি বা দুর্বলতা খুঁজে দেওয়ার জন্য ৫০০ থেকে ২০ হাজার ডলার পর্যন্ত পুরস্কার ঘোষণা করেছে। মাইক্রোসফট ডিফেন্ডার সিকিউরিটি প্ল্যাটফর্মকে শক্তিশালী করতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এক ঘোষণায় মাইক্রোসফট বলেছে, 'ডিফেন্ডার বাউন্টি প্রোগ্রাম' নামে এই কর্মসূচিতে বিশ্বজুড়ে গবেষক ও ডেভেলপারদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। কোম্পানির কোনো সফটওয়্যারের দুর্বলতা ও ত্রুটি খুঁজে বের করে দিলে তাঁদের ৫০০ থেকে ২০ হাজার ডলার পর্যন্ত পুরস্কার দেওয়া হবে।
চূড়ান্ত পুরস্কারের পরিমাণ নির্ধারণের এখতিয়ার পুরোটা কোম্পানির হাতে থাকবে। ত্রুটি বা দুর্বলতার মাত্রা, প্রভাব এবং প্রতিবেদনের মানের ওপর ভিত্তি করে পুরস্কারের পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে। উচ্চমানের প্রতিবেদন ও রিমোট কোডের দুর্বলতা চিহ্নিত করার জন্য সবচেয়ে বড় অংকের পুরস্কার পাওয়া যাবে।
মাইক্রোসফট ডিফেন্ডার প্রোগ্রামের পরিধি আপাতত সীমিত। শুধু মাইক্রোসফট ডিফেন্ডার ফর এন্ডপয়েন্ট এপিআইএস (অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেসেস) এই প্রোগ্রামের আওতায় থাকবে। পরে এর পরিধি বাড়ার সম্ভাবনা আছে।
মাইক্রোসফট সিকিউরিটি রেসপন্স সেন্টারের সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার ম্যাডেলিন একার্ট বলেন, 'ডিফেন্ডার তথা মাইক্রোসফটের নিরাপত্তা সংক্রান্ত পণ্য ও সেবার দুর্বলতা শনাক্ত করতে মাইক্রোসফট ডিফেন্ডার বাউন্টি প্রোগ্রাম বিশ্বজুড়ে গবেষকদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে'।
যেসব বিষয়ের নিরাপত্তা ত্রুটি খুঁজতে হবে
ক্রস-সাইট স্ক্রিপ্টিং (এক্সএসএস)
ক্রস-সাইট রিকোয়েস্ট ফরজারি (সিএসআরএফ)
সার্ভার-সাইড রিকোয়েস্ট ফরজারি (এসএমআরএফ)
ক্রস-টেন্যান্ট ডেটা টেম্পারিং বা অ্যাক্সেস
ইনসিকিউর ডাইরেক্ট অবজেক্ট রিফারেন্সেস
ইনসিকিউর ডিসিরিয়ালাইজেশন
ইনজেকশন ভারনাবিলিটিস
সার্ভার-সাইড কোড এক্সিকিউশন
সিগনিফিক্যান্ট সিকিউরিটি মিসকনফিগারেশন
কম্পিউটারের জন্য ক্ষতিকর নয় এমন নিরাপত্তা ঝুঁকি চিহ্নিত করার মত হামলার পুরো উপাদানগুলো তুলে ধরতে হবে।
উদাহরণস্বরূপ, কেবল একটি পুরোনো লাইব্রেরি শনাক্ত করলেই পুরস্কারের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।
মাইক্রোসফটের নীতিমালা অনুসারে, একাধিক গবেষক একই সমস্যা সংক্রান্ত একাধিক বাগ শনাক্ত করে প্রতিবেদন জমা দিলে শুধু প্রথম প্রতিবেদনের জন্য পুরস্কার দেওয়া হবে।
অনেকগুলো প্রোগ্রামের জন্য একজন গবেষকের প্রতিবেদন গ্রহণ করা হলেও শুধুমাত্র একটি প্রতিবেদনের জন্য সর্বোচ্চ পুরস্কার দেওয়া হবে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য মাইক্রোসফট বাউন্টি প্রোগ্রামের এফএকিউ পেজে পাওয়া যাবে। ২২টি বাগ বাউন্টি প্রোগ্রামের আওতায় ৪৪৬টি ত্রুটি বের করার জন্য ইতিমধ্যে বিশ্বজুড়ে ১ হাজার ১৪৭ জন গবেষককে ৫৮৯ লাখ ডলারের পুরস্কার দিয়েছে মাইক্রোসফট। এআইভিত্তিক বিং সার্চ ইঞ্জিনের ত্রুটির বের করার জন্য গত মাসে এক এআই বাউন্টি প্রোগ্রামের ঘোষণা দেয় মাইক্রোসফট। এজন্য প্রায় ১৫ ডলার পুরস্কারের দেবে কোম্পানি।

ফিফা অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপ

বিশ্বকাপ থেকে ব্রাজিলকে বিদায় করল আর্জেন্টিনা

আপনজন ডেস্ক: জাকার্তা আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে ম্যাচ শুরু হতে দেরি হলো প্রায় আধা ঘণ্টা। এই ৩০ মিনিটের কথা শুনেই মনে পড়তে পারে গত বুধবার সকালে মারাকানা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা ম্যাচের কথা। গ্যালারিতে মারামারি ও পুলিশের লাঠিপেটার কারণে সে ম্যাচও শুরু হয়েছিল আধা ঘণ্টা দেরিতে। মিলটা হলো, সেটাও আর্জেন্টিনা, এটাও আর্জেন্টিনা! মানে ওই ম্যাচটা ছিল বড়দের–আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের। আর এটা আর্জেন্টিনা অনূর্ধ্ব-১৭ দলের। মঞ্চের নামও প্রায় একই–ওটা ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাই, এটা অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপ। মিল প্রতিপক্ষতেও। একদম ঠিক ধরতে পেরেছেন–ব্রাজিল! তবে ফলটা আলাদা। বলতে পারেন ছোটদের ফল দেখে লিওনেল মেসি খুশি হয়ে ভাবতে পারেন, ক্যারিয়ারের গোধূলিলগ্নে আর্জেন্টাইন ফুটবলের ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁকে দুশ্চিন্তা করতে হবে না। ওহ, ফলটা বলে দেওয়া যাক। বড়দের সে ম্যাচে আর্জেন্টিনা ১-০ গোলে জিতলেও আজ জাকার্তায় ছোটদের বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে ব্রাজিল অনূর্ধ্ব-১৭ দলকে ৩-০ গোলে বিধ্বস্ত করেছে আর্জেন্টিনা। হ্যাটট্রিক করেছেন এমন একজন, যাঁকে ভাবা হয় 'পরবর্তী মেসি'। তবে অনেকে আদর করে ডাকেন 'খুদে শয়তান'। ব্রাজিলিয়ান সংবাদমাধ্যম 'গ্লোবো' জানিয়েছে, জাকার্তায় দুই দল যখন গা গরম করছিল, তখন ঝড়ের কবলে পড়ে মাঠ। স্টেডিয়ামের ওপরে ছাদ থাকলেও তা ঢেকে দেওয়া হয়নি। প্রচুর বৃষ্টি হওয়ায় মাঠ খেলার উপযোগী করে তুলতে আধা ঘণ্টা দেরি হয়। খেলা শুরুর বাঁশি বাজার পর মাঠ কাঁপিয়েছেন আর্জেন্টিনার ১৭ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড ক্লদিও এচেভেরি। ২৮, ৫১ ও ৭১ মিনিটে গোল করে হ্যাটট্রিক তুলে নেন। আগামী মঙ্গলবার সেমিফাইনালে আর্জেন্টিনা অনূর্ধ্ব-১৭ দলের প্রতিপক্ষ জার্মানি। ছোটদের এই বিশ্বকাপে ব্রাজিল চারবারের চ্যাম্পিয়ন। আর্জেন্টিনা কখনো শিরোপা জিততে পারেনি। এবার শিরোপা জয়ের পথেই আছে গত ডিসেম্বরে কাতারে বড়দের বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টিনা। আর রিভার প্লেট ফরোয়ার্ড এচেভেরিকে কেন ভবিষ্যতের তারকা বলা হয় সেটাও বুঝিয়েছেন এই ম্যাচে। মেসির মতোই ১০ নম্বর জার্সি পরা এচেভেরির তিনটি গোলই চোখধাঁধানো। ২৮ মিনিটে করা গোলটি তো মাঝমাঠ থেকে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়। রক্ষণভাগ থেকে খেলা তৈরি করে মাঝমাঠে দাঁড়িয়ে থাকা এচেভেরিকে পাস দেন তাঁর এক সতীর্থ। সামনে একটু ফাঁকা জায়গা পেয়ে বল পায়ে টান দেন। ব্রাজিলের এক ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে বক্সের বাইরে থেকে বাঁকানো শটে গোল করেন। ১-০ গোলে এগিয়ে প্রথমার্ধ শেষ করে আর্জেন্টিনা। বিরতির পর ৫১ মিনিটে আবারও গোল এবং এবার বল নিয়ন্ত্রণে অসামান্য দক্ষতা দেখান এচেভেরি। বাঁ প্রান্ত থেকে পাস পেয়েছিলেন, দৌড়ের ওপর বল এক টাচে সামনে ফেলে ব্রাজিলের তিন ডিফেন্ডারের মাঝ দিয়ে বল টেনে ডান পায়ের কোনাকুনি শটে গোল করেন এচেভেরি। ব্রাজিল অনূর্ধ্ব-১৭ দল সম্ভবত এরপর থেকেই লড়াইয়ের প্রেরণা হারিয়ে ফেলেছিল। রক্ষণ নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হয়েছে বেশি সময়। ৭১ মিনিটে আসে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ, যখন হ্যাটট্রিক তুলে নেন এচেভেরি।

টিভিতে ৩০ কোটি দর্শক ভারত-অস্ট্রেলিয়ার খেলা দেখেছে ফাইনালে

আপনজন ডেস্ক: সম্প্রচারের দর্শকসংখ্যা এবং স্টেডিয়ামে বসে খেলা দেখায় এবারের বিশ্বকাপ রেকর্ড গড়েছে বলে জানিয়েছে আইসিসি এবং এর সম্প্রচার অংশীদার ডিজনি স্টার। আইসিসি জানিয়েছে, গত ৫ অক্টোবর শুরু হয়ে ১৯ নভেম্বর শেষ হওয়া বিশ্বকাপের মোট ৪৮ ম্যাচে স্টেডিয়ামে বসে ১২ লাখ ৫০ হাজার ৩০৭ দর্শক খেলা দেখেছেন। ভারতে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ এ পথে ভেঙেছে ২০১৫ সালে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে দর্শকসংখ্যার রেকর্ড। আট বছর আগের সে বিশ্বকাপে স্টেডিয়ামে বসে খেলা দেখেছেন ১০ লাখ ১৬ হাজার ৪২০ দর্শক। ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ২০১৯ বিশ্বকাপ তালিকায় তৃতীয়। সেবার স্টেডিয়ামে বসে খেলা দেখেছেন ৭ লাখ ৫২ হাজার দর্শক। ডিজনি স্টার জানিয়েছে, টিভিতে ভারতে অনুষ্ঠিত ওয়ানডে বিশ্বকাপ দেখেছেন ৫১ কোটি ৮০ লাখ দর্শক। ৪৮ ম্যাচের এই টুর্নামেন্টে ৪২ হাজার ২০০ কোটি মিনিট খেলা দেখেছেন দর্শকেরা। বিশ্বকাপ ইতিহাসে এটাই সর্বোচ্চ,

জানিয়েছে ভারতের ব্রডকাস্ট অডিয়েন্স রিসার্চ কাউন্সিল (বিএআরসি)। ভারত-অস্ট্রেলিয়ার ফাইনাল ম্যাচেও হয়েছে নতুন রেকর্ড। টিভিতে ভারত-অস্ট্রেলিয়া ফাইনাল দেখেছেন ৩০ কোটি দর্শক। যেখানে ফাইনাল ম্যাচের একটি মুহূর্তে একসঙ্গে টিভিতে চোখ রেখেছেন ১৩ কোটি দর্শক। ডিজনি স্টার জানিয়েছে, টিভিতে সম্প্রচারিত কোনো ক্রিকেট ম্যাচে এটাই সর্বোচ্চ দর্শকসংখ্যা। বিশ্বকাপ ফাইনাল ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মেও দর্শকসংখ্যার নতুন রেকর্ড গড়েছে। ফাইনাল ম্যাচের একটি মুহূর্তে একসঙ্গে ৫ কোটি ৯০ লাখ দর্শক চোখ রেখেছেন বলে জানিয়েছে ডিজনিপ্লাস হটস্টার। তারা জানিয়েছে, সরাসরি সম্প্রচারিত কোনো ক্রীড়া ইভেন্টে এটাই সর্বোচ্চ দর্শকসংখ্যার রেকর্ড। এবারের বিশ্বকাপে শুরু থেকেই আলোচনায় ছিলেন দর্শকেরা। বিশেষ করে প্রথম ম্যাচে ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ড ম্যাচে আহমেদাবাদের গ্যালারিভর্তি না থাকায় অনেক কথা হয়েছে। যদিও ভারতীয়রা দাবি করেছিলেন, সেদিনও মাঠে ছিল ৪০ হাজারের মতো দর্শক। বিশ্বকাপ শেষে আইসিসি জানিয়েছিল, ভারত বিশ্বকাপ আইসিসি ইভেন্টে সর্বোচ্চ দর্শকসংখ্যার রেকর্ড গড়েছে।

সূর্যকুমার 'অধিনায়কত্বের বোঝা' ড্রেসিংরুমে রেখে নেমেছিলেন

আপনজন ডেস্ক: 'অধিনায়কত্বের বোঝা'টা নাকি সূর্যকুমার যাদব ড্রেসিংরুমেই রেখে মাঠে নেমেছিলেন। সে কারণেই এমন ইনিংসটা খেলতে পেরেছেন তিনি। গতকাল বিশাখাপট্টনমে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচে তাঁর ৪২ বলে ৮০ রানের ইনিংসেই ২০৮ রান তাড়া করে দারুণ এক জয় পেয়েছে ভারত। বিশ্বকাপ ফাইনালে হারের মাত্র চার দিন পর ফাইনালেরই প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে এই জয় ভারতের ক্ষতে কিছুটা হলেও প্রলেপ হয়ে এসেছে। টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়কত্বের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েই সূর্যকুমার খেললেন এই ইনিংস। যে ইনিংসে তাঁর কাছে ম্লান শতরান করা জশ ইংলিস। ভারতের অধিনায়কত্বে কালই অভিষেক হয়েছে সূর্যকুমারের। তাঁর ব্যাটিং দেখে একবারের জন্যও মনে হয়নি তিনি প্রথমবার অধিনায়কত্ব করছেন। এত নির্ভার থাকতে পারার রহস্যটা ম্যাচ শেষে জানিয়েছেন ভারতের 'টি-টোয়েন্টি বিশেষজ্ঞ', 'আমার খুব গর্বের মুহূর্ত এটি। আমি যখন থেকেই ক্রিকেট খেলা শুরু করেছি, দেশকে প্রতিনিধিত্ব করতে চেয়েছি। অধিনায়কত্ব হাতে এসেছে। সেটির একটা ওজন আছে। আমি সেই

অধিনায়কত্বের বোঝাটা ড্রেসিংরুমে রেখে মাঠে নেমেছিলাম। আমি মাঠে নেমে শুধু নিজের ব্যাটিংটা উপভোগ করতে চেয়েছি।' শুধু সূর্যকুমারই নন, অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে কাল দারুণ খেলেছেন ঈশান কিষানও। তিনি করেছেন ৫৮ রান। শেষ দিকে রিংকু সিংয়ের ১৪ বলে অপরাজিত ২২ রানের ইনিংসে ভারতের জয় নিশ্চিত হয়েছে। পেয়েছে ২ উইকেটের জয়। সূর্য তাঁর সতীর্থদেরও প্রশংসায় ভাসিয়েছেন, 'দলের বাকি খেলোয়াড়েরা যেভাবে স্নায়ু ধরে রেখে লড়েছে, সেটি দুর্দান্ত। পরিস্থিতিটা একেবারে রিংকুর উপযোগী ছিল। সে যে ধরনের পরিস্থিতিতে ভালো খেলে, ঠিক সেই পরিস্থিতিতে নেমে নিজের কাজটা করে দিয়েছে।' বাংলার পেস বোলার মুকেশ কুমারের বোলিং নিয়েও কথা বলেছেন সূর্যকুমার। বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসের শেষ ওভারটিতে বল করতে এসে মুকেশ একের পর এক ইয়র্কার দিয়ে রানের লাগামটা ধরে রেখেছিলেন। তিনি সেই ওভারে দিয়েছেন মাত্র ৫ রান। অস্ট্রেলিয়ার সংগ্রহ যদি ২০৮ থেকে বেড়ে যেত, সেটি তাড়া করা কঠিন হতো ভারতের জন্য। সূর্যকুমার মুকেশের ব্যাপারে বলেছেন, 'মুকেশের শেষ ওভারটির বিরাট প্রভাব আছে। আমাদের দলের তিন পেসারই ১৬তম ওভারের পর ভারতকে ম্যাচে ফিরিয়েছে। নয়তো অস্ট্রেলিয়ার সংগ্রহ আরও বাড়তে পারত।' ২০৮ রান তাড়া করাটাও যথেষ্ট কঠিন। কীভাবে সম্ভব হলো এটি! সূর্য বলেছেন, 'আমি কিষানকে বলেছিলাম, লক্ষ্য নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। শুধু নিজের ব্যাটিংটা করে যাও। আমরা ইতিবাচক চিন্তা করেছি সব সময়ই। ১০ ওভারের পর সবকিছু সহজ হয়েছে। ৬০ বলে ১০০ রান, আইপিএলে প্রতি দুই ম্যাচের একটিতে করি আমরা।'

গাজা যুদ্ধ নিয়ে পোস্ট : আলজেরিয়ান ফুটবলারকে গ্রেফতার করল ফ্রান্স

আপনজন ডেস্ক: ইসরাইল-গাজা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট দেয়ায় আলজেরিয়ার জনপ্রিয় ফুটবলার ইউসেফ আতালকে শুক্রবার গ্রেফতার করেছে ফরাসি পুলিশ। আতাল লিগ ওয়ান ফুটবল টুর্নামেন্টে নাইসের হয়ে খেলেন। তার বিরুদ্ধে 'সন্ত্রাসবাদকে ন্যায্যতা' দেয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে। ২৭ বছর বয়সী আতালকে গত মাসে ওই পোস্টের কারণে সাত ম্যাচের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। যদিও তিনি দ্রুত ওই পোস্টটি মুছে ফেলেন এবং এর জন্য ক্ষমা চান। স্থানীয় প্রশাসক ও নাইস শহরের মেয়রের কাছ থেকে অভিযোগ পেয়ে নাইসের সরকারি কৌঁসুলী আতালের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেন। অক্টোবরের মাঝামাঝিই তিনি এ তদন্তের বিষয়ে ঘোষণা দিয়েছিলেন। আতালকে গ্রেফতারের অর্থ হলো এখন পুলিশ তাকে আটকে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে এবং আটকের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে তাকে অভিযুক্ত করা যেতে পারে, বা আর কোনো তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা না নিয়ে ছেড়ে দেয়া যেতে পারে। আতালকে ইতোমধ্যেই তার ক্লাব 'পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত' বরখাস্ত করেছে। বার্তা সংস্থা এএফপির খবরে প্রকাশ, ইনস্টাগ্রামে ফিলিস্তিনি একজন ধর্মপ্রচারকের বক্তব্যের ভিডিও শেয়ার করেছিলেন আতাল। অভিযোগ করা হয়, সে ভিডিওতে ওই ধর্মপ্রচারক ইহুদিদের বিরুদ্ধে 'সহিংসতার উস্কানি' দিয়েছেন। তবে এএফপি ওই ভিডিও যাচাই করে দেখতে পারেনি। গত ৭ অক্টোবর ইসরাইল-হামাস যুদ্ধ শুরুর পর থেকে নিরাপত্তা সতর্কতা বাড়িয়েছে ফ্রান্স। কারণ দেশটির বাসিন্দাদের মধ্যে একটি বৃহৎ অংশ ইহুদি ও মুসলমান। হামাসের হামলায় তাদের ১২০০ জনের মতো মানুষ নিহত হয়েছে বলে সরকারিভাবে জানিয়েছে ইসরাইল।

ভোপালের স্থানীয় টি-২০তে অধিনায়ক দেগঙ্গার সুজাউদ্দিন

আপনজন ডেস্ক: কিছুদিন আগেই গোয়ালিয়র ক্রিকেট লিগে দুরন্ত অলরাউন্ডার প্রদর্শন করার পর এবার মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভূপালে এসকে প্রিমিয়ার লিগ ২০২৩ সিজন ৩ শুরু হতে চলেছে সেখানে উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গার ক্রিকেট প্লেয়ার গাজী সুজাউদ্দিন কে এসকে রেনেগাডস্ টিমের অধিনায়ক হিসেবে খেলতে দেখা যাবে , এই লিগ ম্যাচ অনেকটা ছোট আইপিএল এর মতোই হবে। এই লিগ ম্যাচ এ বছরেই ডিসেম্বর মাসের সেসে দিকে চালু হতে চলেছে, এটা গাজী সুজাউদ্দিন এবং উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গার এলাকার মানুষের জন্য খুশির খবর। অধিনায়ক হিসেবে এই লিগ ম্যাচে খেলার কারণ গাজী সুজাউদ্দিন এসকে ক্রিকেট ক্লাবে এর আগেও ক্রিকেট খেলেছেন তিনি, অলরাউন্ডার প্লেয়ার হিসেবে এই ক্লাবে ১৯ টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলে ৪৮৮ রান করেন এবং বোলিং

করে ৩১ টি উইকেট নিয়েছেন তিনি। এছাড়াও ১৫ বছর ক্রিকেট ক্যারিয়ারে ভারতের আঠারোটা বিভিন্ন রাজ্যে তিনি প্রদর্শন করে ১৮৭ টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলে ৫,৬৮২ রান করেন, এতে ৩১ টি অর্ধশতরান সামিল আছে, এখনো পর্যন্ত টি-টোয়েন্টিতে সর্বাধিক স্কোর ৫৬ বলে ৮৬* রান এবং দুরন্ত বোলিং করে ২৭২ একটি উইকেট নিয়েছেন ইতিমধ্যে তিনি এবং এক ইনিংসে সর্বাধিক ১৭ রান দিয়ে ৫ উইকেট নিয়েছেন তিনি। এবং ওয়ানডে ক্রিকেটে ক্যারিয়ারে সাতটি ম্যাচ খেলে ১৪২ রান করেন এবং ৯ উইকেট নিয়েছেন তিনি। এছাড়া গুজরাট ব্যালিয়েন্ট ক্রিকেট ক্লাবের হয়ে চার বছর ২০১৩-১৪-১৬ এবং ২০১৭ তে ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ খেলেছেন নেপালের পোখরা ক্রিকেট ক্লাবের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলেছেন সেখানেও তিনি দুরন্ত অলরাউন্ডার প্লেয়ার হিসেবে খুব ভালো পারফরম্যান্স করেছেন নেপালে তিনি গুজরাত ব্যালিয়েন্ট ক্লাবের হয়ে ১৬ টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলে ৩০৫ রান করেন এবং ২৫ টি উইকেটও নিয়েছেন তিনি। উত্তর ২৪ পরগনার গাজী সুজাউদ্দিন এক মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবারের ছেলে হয়েও খেলার প্রতি তার এত কঠোর পরিশ্রম করে এগিয়ে চলেছেন তিনি এবং এই এসকে ক্রিকেট লিগ ম্যাচে অধিনায়ক হিসেবে খেলার সুযোগ পাওয়ায় গাজী সুজাউদ্দিন খুব খুশি এবং এই লিগ ম্যাচেও ভালো সফলতা অর্জন করবেন বলে আশা করছেন তিনি।

প্রেমিকাকে খুন করা 'ব্লেড রানার' পিস্টোরিয়াস মুক্তি পাচ্ছেন প্যারোলে

আপনজন ডেস্ক: প্যারোলে মুক্তি পাচ্ছেন প্রেমিকাকে খুনের দায়ে দণ্ডপ্রাপ্ত দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক প্যারা অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন অস্কার পিস্টোরিয়াস। ২০১৪ সালে প্রেমিকা রিভা স্টিনক্যাম্পকে খুনের দায়ে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। আগামী ৫ জানুয়ারি প্যারোলে মুক্তি পেতে যাচ্ছেন পিস্টোরিয়াস, আজ এই খবর জানিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার কারেকশনাল সার্ভিসেস (ডিএসসি)। ডিএসসির একজন মুখপাত্র বলেছেন, 'ডিএসসি নিশ্চিত করছে যে জনাব অস্কার লিওনার্দ কার্ল পিস্টোরিয়াসের প্যারোল আবেদনের কথা, যেটি ২০২৪ সালের ৫ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হবে। পিস্টোরিয়াস তাঁর সাজার বাকি অংশ সংশোধনী বিভাগের অধীন শেষ করবেন।' কার্বন-ফাইবারের তৈরি কৃত্রিম পা দিয়ে দৌড়ানো 'ব্লেড রানার' নামে খ্যাত পিস্টোরিয়াসকে এক সময় ভাবা হতো 'নায়ক'। এরপর খুনের অভিযোগে প্রায় এক দশক আগে আলোচনায় আসেন তিনি। ২০১৩ সালের ভালোবাসা দিবসের

ভোরে বাথরুমের দরজা দিয়ে চারবার গুলি করে প্রেমিকা স্টিনক্যাম্পকে খুন করেন পিস্টোরিয়াস। শুরুতে ২০১৪ সালে উচ্চ আদালতের এক রায়ে অনিচ্ছাকৃত হত্যার দায়ে ৫ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। তবে আপিলের পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৫ সালে সুপ্রিম কোর্ট তাঁকে জেনেবুঝে খুনের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করেন। ২০১৬ সালে ছয় বছরের জন্য কারাগারে পাঠানো হয় তাঁকে, যদিও বাদীপক্ষ থেকে সর্বনিম্ন ১৫ বছরের শাস্তির আবেদন করা হয়েছিল। ২০১৭ সালে পিস্টোরিয়াসের শাস্তি বাড়িয়ে ১৩ বছর ৫ মাস করা হয়। সে সময় বলা হয়েছিল, পিস্টোয়ারিয়াসের শাস্তি 'আশ্চর্যজনকভাবে কম' হয়ে গেছে। স্টিনক্যাম্পের মা পিস্টোরিয়াসের প্যারোলের বিপক্ষে না হলেও বলেছেন, সাবেক এ অ্যাথলেট যথেষ্ট পরিমাণে অনুশোচনা প্রকাশ করেননি। প্যারোল বোর্ডকে দেওয়া এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'পুনর্বাসনের জন্য কাউকে সৎ থেকে নিজের অপরাধের সত্যতা ও এর প্রভাব মেনে নিতে হয়। যদি সত্যিকে পুরো মেনেই না নেয়, তাহলে কেউ বলতে পারে না যে তার অনুশোচনা হচ্ছে।'

রোনালদোর খাদ্যতালিকা নিয়ে মন্তব্য করে বিপাকে রমিজ রাজা

আপনজন ডেস্ক: ক্রিকেট খেলাটা তিনি ভালোই জানেন, তাঁর বিশ্লেষণও দুর্দান্ত। ক্রিকেটের ধারাভাষ্যকার হিসেবে খুব সুনামও আছে রমিজ রাজার। কিন্তু ফুটবল বা ফুটবলের তারকা খেলোয়াড়দের সম্পর্কে কি জানাশোনা আছে তাঁর? সেটা রমিজই ভালো বলতে পারবেন, তবে ক্রিকেটবিষয়ক আলোচনায় এক টেলিভিশনে ক্রিকেটারদের ফিটনেস নিয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর খাদ্যতালিকা নিয়ে মন্তব্য করে বিপাকেই পড়েছেন।

যেকোনো খেলার খেলোয়াড়ের ফিটনেসের মূলে তাঁর খাদ্যতালিকা, এটা সবারই জানা। সেটা বোঝাতে গিয়ে ৩৮ বছর বয়সেও ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও রিয়াল মাদ্রিদের সাবেক পর্তুগিজ ফুটবলার রোনালদোর ফিটনেসের বিষয়টি টেনে আনেন রমিজ। রোনালদোর এমন ফিটনেসের রহস্য যে তাঁর খাদ্যতালিকা, সেটা বোঝাতে গিয়ে রমিজ বলেছেন, 'রোনালদোর খাদ্যতালিকা বানিয়ে দিয়েছেন নাসার বিজ্ঞানীরা।' এমন মন্তব্য করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রীতিমতো ট্রলের শিকার হয়েছেন রমিজ। এক টুইটার ব্যবহারকারী লিখেছেন, 'এ কারণেই তিনি পিসিবির প্রধান হিসেবে আর নেই।' আরেকজন লিখেছেন, 'আপনি এভাবে বিশ্বের সামনে নিজেকে বিব্রত করবেন না।' এর আগে ফ্যাশন ডিজাইনার ও অভিনেত্রী মাসাবা গুপ্তকে নিয়ে বর্ণবাদী মন্তব্য করে বিতর্কের জন্ম দিয়েছিলেন রমিজ রাজা।

কোপা আমেরিকার পরই জাতীয় দল থেকে অবসর নেবেন দি মারিয়া

আপনজন ডেস্ক: আনহেল দি মারিয়া এবার আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায়ের মঞ্চ জানিয়ে দিলেন। আর্জেন্টাইন এই উইঙ্গার আর্জেন্টিনার জার্সিতে শেষ ম্যাচ খেলবেন ২০২৪ কোপা আমেরিকায়। ইনস্টাগ্রাম পোস্টে নিজের এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন ফুটবলার। সবশেষ কাতার বিশ্বকাপ শেষেই জাতীয় দল থেকে অবসর নেওয়ার ইচ্ছার কথা জানিয়েছিলেন। তবে কাতার বিশ্বকাপ জয় আর্জেন্টাইনদের অনেক কিছুই বদলে দিয়েছে। তেমনি বদলে দিয়েছিল দি মারিয়ার সিদ্ধান্তও। আর্জেন্টাইন এই উইঙ্গার বিশ্বকাপ শেষে বলেছিলেন, আর্জেন্টিনার তিন তারকাখচিত জার্সিতে আরও কিছুদিন খেলতে চান। তবে সে যাত্রার ইতি টানছেন আগামী কোপা আমেরিকায়। ইনস্টাগ্রামে বিদায় নিয়ে দি মারিয়া বলেন, 'কোপা আমেরিকা হবে আর্জেন্টিনার জার্সিতে আমার শেষ টুর্নামেন্ট। হৃদয়ের গভীরের কষ্ট ও বিষাদ কণ্ঠে আমি আমার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর জিনিসটাকে বিদায় জানাব। যে জার্সি আমি পরেছিলাম, যেটির জন্য ঘাম ঝরিয়েছিলাম এবং গর্বের সঙ্গে আমি যেটি অনুভব করি। সমর্থক, পরিবার ও সতীর্থদের ধন্যবাদ। আমরা ইতিহাস লিখতে থাকব, যা থাকবে অনন্তকাল।'

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদকীয় দফতর: আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. Editorial Office: 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 Editor: Zaidul Haque